রত্নপরীক্ষা

অর্থাৎ

শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র
ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন,

এই তিন পণ্ডিতরত্নের

প্রকৃতপরিচয়প্রদান।
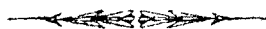
কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য

প্রণীত।
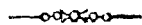
কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র

সংবৎ ১৯৪৩।

PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY,

NO 25, SUKEA'S STREET, CALCUTTA.

1886.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া, বিধবাবিবাহ-প্রতিবাদ নামে, এক অতি অকিঞ্চিৎকর পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। এই পুস্তক দৃষ্টিগোচর করিলে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উপর অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মে। তিনি, স্বপ্রণীত প্রতিবাদ গ্রন্থে, আদ্যোপান্ত, যে অভূতপূর্ব্ব প্রভূত বিদ্যা-প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে হতবুদ্ধি হইতে হয়। বস্তুতঃ, পণ্ডিতপদবাচ্য ও প্রধানপদপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, কেহ কখনও এরূপ পাগলামি করিতে পারেন, আমাদের এরূপ বোধ ছিল না।

অনেকের স্থির সংস্কার ছিল, উপযুক্ত ভাইপো স্মৃতি-রত্নপ্রণীত প্রতিবাদগ্রন্থের উত্তর লিখিতেছেন। এক দিন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, স্মৃতি-রত্নপ্রণীত প্রতিবাদগ্রন্থের উত্তর প্রস্তুত হইতে আর কত বিলম্ব আছে। তিনি, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন, যিনি তদীয় ঈদৃশ উপহাসাস্পদ প্রতিবাদের উত্তর লিখিবেন, তিনিও, নিঃসন্দেহ, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ন্যায়, নির্লজ্জের শিরোমণি ও নির্ব্বিবেকের চূড়ামণি বলিয়া, সর্ব্বত্র পরিচিত ও পরিগণিত হইবেন; এজন্য, তদীয় প্রতিবাদের উত্তর লিখিতে, কোনও মতে, আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিয়ৎ ক্ষণ, এতৎসংক্রান্ত কথোপকথনের পর, সকল বিষয়ের

সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, আমিও তাঁহার মতে সম্মতি-প্রদান করিলাম।

কিছু দিন পরে শুনিতে পাইলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সময়ে সময়ে, আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন, আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা অকাট্য; এ পর্য্যন্ত, কেহ, সাহস করিয়া, তাহার উত্তর লিখিতে পারিল না। এই সকল কথা শুনিয়া, আমি উপযুক্ত ভাইপোর নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আস্ফালনের উল্লেখ করিয়া, বলিলাম, দেখুন, তাঁহার পুস্তকের উত্তর লেখা আবশ্যক। তাঁহার ওরূপ আস্ফালনবাক্য শুনিয়াও, অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, কোনও মতে, উচিত হইতেছে না।

আমার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, উপযুক্ত ভাইপো, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে কহিলেন, আপনি আর আমায় এ বিষয়ে উত্তেজিত করিবেন না; আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি; এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইতেছে না। তদীয় ঈদৃশ অভাবনীয় ভাব দর্শনে, আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলাম, আপনাকে যেরূপ জানি, তাহাতে আপনি, কোনও কারণে, ভয় পাইবার ছেলে নহেন। অকস্মাৎ এবংবিধ ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না। তখন তিনি কহিলেন, আমি, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদগ্রন্থ দেখিয়া, ভয় পাইয়াছি, আপনি কদাচ সেরূপ ভাবিবেন না। আমি কেমন ডাং-

পিটে, তাহা আপনি সবিশেষ জানেন। কি জন্য এত ভীত হইয়াছি, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমায়, এ বিষয়ে লেখনীধারণ করিতে, পরামর্শ দিবেন না।

এইরূপ বলিয়া, তিনি, নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি, ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাস লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হইতেছে না। মধুবিলাস লিখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষতঃ, স্মৃতিরত্নখুড়ী বুড়ী নহেন; তাঁহাকে, ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে, দীর্ঘ কাল, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবেক, সেটিও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে। যদি বল, আমরা উদ্যোগী হইয়া পুনঃসংস্কার সম্পন্ন করিব; সে প্রত্যাশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত কারণ বশতঃ, আর আমার, কোনও মতে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে, সাহস হইতেছে না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

এই যুক্তিযুক্ত উক্তিবিন্যাস শ্রবণগোচর করিয়া, আর আমার তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু, ইহাও বুঝিতে পারিলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়াও সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এজন্য

বলিলাম, আপনি যদি, নিতান্তই, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, আমায় অনুমতিপ্রদান করুন; আমি আপনকার প্রদর্শিত পথে সঞ্চরণ করিতে অভ্যাস করি। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতিপ্রদান করিলেন।

এইরূপে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আমি তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলাম। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, আমি শিক্ষানবীশ বা নকলনবীশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহি। সুতরাং, আমা দ্বারা, সম্যক্ প্রকারে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সমুচিত সম্মান হওয়া সম্ভাবিত নহে। তথাপি, যথাশক্তি, তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও যত্ন করিতে, কোনও অংশে, ত্রুটি করি নাই। এই আমার গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইবার সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। এই উদ্যম কত দূর সফল হইয়াছে, তাহা আমি নিজেই দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছি। তথাপি, পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বচনে প্রার্থনা এই, আপনারা এরূপ দয়াপ্রকাশ করিবেন, যেন আমি, নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়া, এ জন্মের মত, একবারে, কাজের বাহির হইয়া না যাই।

এস্থলে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক, যদিও আমি সর্ব্ব বিষয়ে অর্ব্বাচীন; কিন্তু, নবদ্বীপের দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক বাবুদের মত, হতশ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া নহি। আমি চিরস্মরণীয় উপযুক্ত ভাইপোর সহচর। তিনি মাদৃশ শত সহস্র জনের আদর্শস্থল। সেই আদর্শে দৃষ্টি রাখিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, লেখনীসঞ্চালন করিলে, তাঁহার উপযুক্ত সহচর বলিয়া অনতিচিরে পরিচিত ও পরিগণিত হইতে পারিব, সে বিষয়ে

সম্পূর্ণ আশ্বাস ও বিশ্বাস আছে। তবে, কপালগুণে কি ফল ফলে, বলিতে পারি না।

পরিশেষে, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীত বচনে নিবেদন এই, এই অপূর্ব্ব রত্নপরীক্ষা আমার সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাপ্রকাশ। যদি ইহা আপনাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে আপনারা, প্রকৃতিসিদ্ধ দয়াপ্রদর্শন পূর্ব্বক, আমায় নিতান্ত হেয়জ্ঞান না করিয়া, যথাশক্তি, যথাযোগ্য উৎসাহদান করিবেন। যদি ভবাদৃশ মহোদয়দিগের নিতান্ত অনিচ্ছা-প্রবর্ত্তিত উৎসাহবাক্যও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আমি নিরতিশয় উৎসাহিত ও সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইব, এবং শ্রীযুত বাবু নফরচন্দ্র শফর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদন-প্রয়াসে, যে অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, যথাশক্তি তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যথোপযুক্ত সম্মান না হইলে, তাঁহাদের অসন্তোষের, অর্থাৎ আস্ফালনের, সীমা থাকিবেক না।

কস্যচিৎ

উপযুক্তভাইপোসহচরস্য

কলিকাতা

১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৩ সাল।

রত্নপরীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ নামে এক পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে স্মৃতিরত্ন মহাশয়, বুদ্ধিকৌশলে ও কল্পনাবলে, অবলীলাক্রমে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে নারী একবার বিবাহিতা হইয়াছে, কোনও অবস্থায়, তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে। সুতরাং, যে নারী, বিবাহিতা হইয়া, বিধবা হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ, কোনও ক্রমে, বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ঈদৃশ অপূর্ব্ব পুস্তক প্রচারিত করা, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে, বিলক্ষণ অবিবেকের কার্য্য হইয়াছে। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া, অনেকেরই এই সংস্কার জন্মিয়াছে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, হয় স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নয় লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে, বৃথা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া, অকিঞ্চিৎকরী কল্পনাশক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, আদ্যোপান্ত অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, তিনি যে চটকদার উপাধি ধারণ করিতেছেন, এবং,

ঘটনা ক্রমে, যে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই হাস্যাস্পদ পুস্তকপ্রচার, কোনও ক্রমে, তদুপযুক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ, স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে নিতান্ত অবিমৃষ্যকারী পুরুষ, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

যাহা হউক, বিধবাবিবাহ যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম, তৎপ্রদর্শনার্থ, প্রথমতঃ, তাদৃশ বিবাহের বৈধত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকল প্রদর্শিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ঐ সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাবিষয়ক সকল সংশয় নিঃসংশয় অপসারিত হইবেক।

বেদ

১

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব ॥ (১)

হে নারি! তুমি এই মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ; উঠ, জীবলোকে আইস; পাণিগ্রহণেচ্ছু দিধিষু পতির যথাবিধানে জায়াত্ব প্রাপ্ত হও।

দিধিষু শব্দের অর্থ অমরকোষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা,

পুনর্ভূর্দিধিষূরূঢ়া দ্বিস্তস্যা দিধিষুঃ পতিঃ। (২)

দুই বার বিবাহিতা নারীকে পুনর্ভূ ও দিধিষূ, আর তাদৃশ নারীর পতিকে দিধিষু বলে।

এই বেদবাক্য দ্বারা বিধবার বিবাহ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাতে, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে,

(১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ষষ্ঠ প্রপাঠক। প্রথম অনুবাক। চতুর্দ্দশ মন্ত্র।
(২) মনুষ্যবর্গ।

তদীয় পত্নীর প্রতি, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার স্পষ্ট অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

২

যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বা অথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনঞ্চ তাবজং দদাতো ন বিযোষতঃ ॥ ২৭ ॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২৮ ॥ (৩)

যে নারী, প্রথম এক পতি লাভ করিয়া, পুনরায় অন্য পতি লাভ করে, সেই নারী ও তাহার দ্বিতীয় পতি অজ পঞ্চৌদন দান করিলে, তাহাদের পরস্পর বিয়োগ ঘটে না॥২৭॥ যে দ্বিতীয় পতি, বিহিতদক্ষিণাযুক্ত অজ পঞ্চৌদন দান করে, সে পুনর্ভূর সহিত এক লোকে বাস করে ॥ ২৮ ॥

এই বেদবাক্যেও, বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আর, পুনর্ব্বার বিবাহিতা নারীর দ্বিতীয় পতি, যথাবিধানে অজ পঞ্চৌদন দান করিলে, দেহান্তে পুনর্ভূর সহিত এক লোকে বাস করে, এই নির্দ্দেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ, কোনও অংশে, নিন্দনীয় বা পাপজনক নহে।

স্মৃতি

১

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ৯। ১৭৫ ॥ (৪)

পতিপরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী, নিজ ইচ্ছা অনুসারে, পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া, যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে। ৯। ১৭৫।

(৩) অথর্ব্ব বেদ। নবম কাণ্ড। বিংশ প্রপাঠক। তৃতীয় অনুবাক।
(৪) মনুসংহিতা।

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ৯। ১৭৬। (৫)

পতিপরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী যদি অক্ষতযোনি হয়, পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত তাহার পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হইতে পারে। গত-প্রত্যাগতার (৬) পক্ষেও এই ব্যবস্থা। ৯। ১৭৬।

এই দুই মনুবচনে, পতিপরিত্যক্তা ও বিধবা, এই দ্বিবিধ বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

২

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। (৭)

যে অক্ষতযোনি নারী পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই বিষ্ণুবচনে, অক্ষতযোনি বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

৩

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। ১। ৬৭। (৮)

কি ক্ষতযোনি কি অক্ষতযোনি, যে নারীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে, ক্ষতযোনি ও অক্ষতযোনি, উভয়-বিধ বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

(৫) মনুসংহিতা।

(৬) যে নারী পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার পতিসমীপে প্রত্যাগমন করে।

(৭) বিষ্ণুসংহিতা। পঞ্চদশ অধ্যায়।

(৮) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

৪

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং
পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। (৯)

যে নারী, ক্লীব, পতিত, বা উন্মাদগ্রস্ত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, অন্য পতি লাভ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই বশিষ্ঠবচনে, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, বিবাহিতা নারী, পূর্ব্ব পতি ক্লীব, পতিত, উন্মাদগ্রস্ত, বা মৃত হইলে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

৫

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা॥ (১০)

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, সেই বিবাহিতা নারীকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে দান করিবেক।

এই কাত্যায়নবচনে, উল্লিখিত সাত স্থলে, বিবাহিতা নারীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

৬

ক্লীবং বিহায় পতিতং যা পুনর্লভতে পতিম্।
তস্যাং পৌনর্ভবো জাতো ব্যক্তমুৎপাদকস্য সঃ॥ (১১)

যে নারী, ক্লীব অথবা পতিত পতি ত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার পতিলাভ করে, তাহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব; এই পৌনর্ভব জন্মদাতার সন্তান।

(৯) বশিষ্ঠসংহিতা। সপ্তদশ অধ্যায়।
(১০) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।
(১১) বিবাদরত্নাকর ও বীরমিত্রোদয়ধৃত কাত্যায়নবচন।

এই কাত্যায়নবচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহিতা নারী, ক্লীব ও পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

৭

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ (১২)

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্য পতি বিহিত হইতেছে।

এই নারদবচনে ও পরাশরবচনে, উল্লিখিত পাঁচ স্থলে, বিবাহিতা নারীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি স্পষ্টাক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে।

৮

আক্ষিপ্তমোঘবীজাভ্যাং কৃতেঽপি পতিকর্ম্মণি।
পতিরন্যঃ স্মৃতো নার্য্যা বৎসরার্দ্ধং প্রতীক্ষ্য তু॥ (১৩)

আক্ষিপ্তবীজ (১৪) ও মোঘবীজ (১৫) পুরুষ কর্ত্তৃক পতিকর্ম্ম, অর্থাৎ পাণিগ্রহণ, কৃত হইলেও, ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া, নারীর পক্ষে, অন্য পতি বিহিত হইতেছে।

যে পুরুষের সহিত নারীর বিবাহ হইয়াছে, সে আক্ষিপ্তবীজ অথবা মোঘবীজ, এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, তদীয় দোষের অবধারণার্থে, ছয় মাস প্রতীক্ষা করিবেক। যদি, এই ছয় মাসে, তাহার দোষ বাস্তবিক বলিয়া অবধারিত

(১২) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ। পরাশরসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

(১৩) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

(১৪) যাহার বীজ সহসা স্খলিত হয়।

(১৫) যাহার বীজ নিষ্ফল।

হয়, তাহা হইলে, অন্য পুরুষের সহিত সেই নারীর বিবাহ হইতে পারিবেক, এই নারদবচনে ইহাই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৯

অন্যস্যাং যো মনুষ্যঃ স্যাদমনুষ্যঃ স্বযোষিতি।
লভেত সান্যং ভর্ত্তারমেতৎ কার্য্যং প্রজাপতেঃ॥ (১৬)

যে ব্যক্তি অন্যস্ত্রীতে মনুষ্য (১৭), কিন্তু স্বস্ত্রীতে অমনুষ্য (১৮) হয়, তাহার স্ত্রী অন্য পতি লাভ করিবেক, ইহা প্রজাপতির অভিমত কার্য্য।

এই নারদবচনে, স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে, যদি কোনও ব্যক্তি অন্য নারীর নিকট পুরুষত্ববিশিষ্ট, আর স্বস্ত্রীর নিকট পুরুষত্বহীন, বলিয়া অবধারিত হয়, তাহার স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক।

১০

স্ত্রীণামাত্মস্য বৈ ভর্তুর্যদ্গোত্রং তেন নির্ব্বপেৎ।
যদি ত্বক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পতিমন্যং সমাশ্রিতা।
তদ্গোত্রেণ তদা দেয়ং পিণ্ডং শ্রাদ্ধং তথোদকম্॥ (১৯)

নারীদিগের প্রথম পতির যে গোত্র, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহাদের পিণ্ডদানাদি করিবেক; যদি কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, অন্য পতি আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহা হইলে, সেই পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহার পিণ্ড, শ্রাদ্ধ, ও উদক দান করিবেক।

এই ঋষ্যশৃঙ্গবচনে যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে, বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, অণুমাত্র সন্দেহ

(১৬) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ।

(১৭) পুরুষত্ববিশিষ্ট।

(১৮) পুরুষত্বহীন।

(১৯) সুধীবিলোচনধৃত ঋষ্যশৃঙ্গবচন।

থাকিতে পারে না। কারণ, দুই বার বিবাহিতা নারীর মৃত্যু হইলে, প্রথম পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবার স্পষ্ট বিধি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু, যদি কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, দ্বিতীয় বার বিবাহিতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তদীয় শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে, দ্বিতীয় পতির গোত্রের উল্লেখ স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে।

পুরাণ

১

যদি সা বালবিধবা বলাত্ত্যক্তাথবা ক্বচিৎ।
তদা ভূয়স্তু সংস্কার্য্যা গৃহীত্বা যেন কেনচিৎ॥ (২০)

যদি নারী অল্প বয়সে বিধবা হয়, অথবা পতিকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক, অর্থাৎ বিনা দোষে, পরিত্যক্তা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যে কোনও ব্যক্তি, আশ্রয় দিয়া, পুনর্ব্বার তাহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিবেক।

এই ব্রহ্মপুরাণবচনে, বিবাহিতা নারী বালবিধবা অথবা পতিপরিত্যক্তা হইলে, পুনর্ব্বার তাহার বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

২

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।
মৃতে তু দেবরে দেয়া তদভাবে যথেচ্ছয়া॥ (২১)

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্য পতি বিহিত হইতেছে। পতির মৃত্যু স্থলে, দেবরে, দেবর না থাকিলে, ইচ্ছামত অন্য পাত্রে, সম্প্রদান করিবেক।

(২০) বীরমিত্রোদয়ধৃত।

(২১) অগ্নিপুরাণ। ১৫৪ অধ্যায়।

নারদসংহিতা ও পরাশরসংহিতার ন্যায়, অগ্নিপুরাণেও, অমুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বিবাহিতা নারীর পক্ষে, পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

তন্ত্র

১

ষণ্ঢেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালেঽতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্ ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ১১।৬৬॥ (২২)

কাল অতীত হইলেও, জানিতে পারিলে, রাজা ক্লীবের সহিত বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়াইবেন। ইহা শিবনিবদ্ধ বিধি।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রবচনে, ক্লীবের সহিত বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

২

পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ১১।৬৭॥ (২২)

যদি বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্যা বিধবা হয়, পিতা সে কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন। শিবোক্ত ধর্ম্মে এই বিধি।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রবচনে, বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্যা বিধবা হইলে, তাহার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি অসংশয়িত প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

এ দেশে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র, কি ঐহিক, কি পারলৌকিক, সমস্ত বিষয়ের নিয়ামক। এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র হইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা বিবাহিতা নারীর, স্থল বিশেষে, পুনর্ব্বার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে

(২২) মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

সকলে, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, উপরি প্রদর্শিত শাস্ত্রসমূহের অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যপর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন মহোদয়ের এই উন্মত্তপ্রলাপ ধর্ম্মশাস্ত্রে তদীয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার সমীচীন পরিচয়প্রদান করিতেছে কি না।

বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের বিধি প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় প্রদর্শনার্থ, কতিপয় স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

১

বাচস্পতি মিশ্র।

পৌনর্ভবঃ ষষ্ঠঃ স চ পুনর্বোঢ়ুঃ সুতঃ। (২৪)

পৌনর্ভব, অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভজাত পুত্র, (দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে) ষষ্ঠ; এই পৌনর্ভব পুনর্বোঢ়া, অর্থাৎ যাহার সহিত পুনর্ভূর পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহার পুত্র।

এ স্থলে, বাচস্পতি মিশ্র, পুনর্বোঢ়ৃশব্দপ্রয়োগ দ্বারা, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন।

২

মিশরু মিশ্র।

পুনঃ সবর্ণেনোঢ়ায়াং তজ্জাতঃ পৌনর্ভবঃ। (২৫)

সজাতীয় ব্যক্তির সহিত পুনর্ব্বার উঢ়া অর্থাৎ বিবাহিতা নারীর গর্ভে, সেই সজাতীয় কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র পৌনর্ভব।

(২৪) বিবাদচিন্তামণি।
(২৫) বিবাদচন্দ্র।

মিশরু মিশ্রের এই লিখন দ্বারা, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ অসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩

ভট্ট নীলকণ্ঠ।

অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ।

অক্ষতায়াং পূর্ব্ববোঢ়্রা অভুক্তায়াং ক্ষতায়াং তেন ভুক্তায়াং বা বোঢ্রন্তরেণোৎপন্নঃ পৌনর্ভবঃ। (২৬)

অক্ষতা অর্থাৎ পূর্ব্ববোঢ়া (প্রথমবিবাহকর্ত্তা) কর্ত্তৃক অনুপভুক্তা, অথবা ক্ষতা অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক উপভুক্তা, নারীর গর্ভে, বোঢ়ন্তর (দ্বিতীয়বিবাহকর্ত্তা) দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব।

এস্থলে, ভট্ট নীলকণ্ঠ, পূর্ব্ববোঢ়ৃ, বোঢ়ন্তর, এই দুই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের অসন্দিগ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন।

৪

রঘুনন্দন।

ক্ষতযোন্যা অপি সংস্কারমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। (২৭)

যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন,

কি ক্ষতযোনি, কি অক্ষতযোনি, যে নারীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

"যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন," এই লিখন দ্বারা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, অক্ষতযোনির ত কথাই নাই, ক্ষতযোনিরও বিবাহ

(২৬) ব্যবহারময়ূখ।

(২৭) উদ্বাহতত্ত্ব।

শাস্ত্রকারদিগের অভিমত কর্ম্ম। সুতরাং, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, কি ক্ষতযোনি, কি অক্ষতযোনি, উভয়বিধ বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, সম্পূর্ণ সম্মতি-প্রদান করিয়াছেন।

৫

নন্দপণ্ডিত।

পঞ্চদশেঽধ্যায়ে মুখ্যগৌণপুত্রান্ বিভজ্য লক্ষয়িতুং প্রতিজানীতে

অথ দ্বাদশ পুত্রা ভবন্তি।

মহর্ষি বিষ্ণু, পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মুখ্য ও গৌণ পুত্রের বিভাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,

পুত্র দ্বাদশবিধ।

চতুর্থং লক্ষয়তি

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ।

বক্ষ্যমাণলক্ষণায়াং পুনর্ভ্বাং জাতঃ পৌনর্ভবঃ স চতুর্থঃ। চতুর্থ পুত্রের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন,

পৌনর্ভব চতুর্থ।

পরে যাহার লক্ষণ প্রদর্শিত হইবেক, সেই পুনর্ভূর গর্ভজাত সন্তান পৌনর্ভব। সে (দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে) চতুর্থ।

পুনর্ভূর্লক্ষণমাহ

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।

অক্ষতা সংস্কারমাত্রদূষিতা পুনঃ সংস্কৃতা চেৎ পুনর্ভূঃ। পুনর্ভূর স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন,

যে অক্ষতযোনি নারী পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

অক্ষতযোনি, অর্থাৎ যে নারী কেবল বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপতি কর্ত্তৃক উপভুক্তা হয় নাই, সে, পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা হইলে, পুনর্ভূ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। (২৮)

এস্থলে, নন্দপণ্ডিত, অক্ষতযোনি নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, স্পষ্ট বাক্যে মতপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৬

মিত্রমিশ্র।

অথাধিবেদনম্। তদুক্তমৈতরেয়ব্রাহ্মণে
একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয় ইতি।
সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে। অতএব
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে। (২৯)

অতঃপর, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহের বিষয় আলোচিত হইতেছে। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,

এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে। এক নারীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় না।

সহশব্দের বলে, ক্রমে অন্য পতি হইয়া থাকে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। এজন্য,

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্য পতি বিহিত হইতেছে।

এই বচন দ্বারা মনু, নারীদিগের পক্ষেও, অন্য পতির বিধি দিয়াছেন।

মিত্রমিশ্রের এই লিখন দৃষ্টিগোচর করিলে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, কোনও অংশে, অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(২৮) কেশববৈজয়ন্তী, পঞ্চদশ অধ্যায়।
(২৯) বীরমিত্রোদয়।

৭

নীলকণ্ঠ।

নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো নতু সময়ভেদেন। (৩০)

এক নারীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় না; এই বেদ দ্বারা, সহ শব্দের বলে, এক নারীর এককালীন বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

মিত্রমিশ্রের ন্যায়, নীলকণ্ঠের এই ব্যবস্থা দ্বারাও, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহবিষয়ক সকল সংশয়, সর্ব্বতোভাবে, অপসারিত হইতেছে।

৮

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার।

একমাতৃকয়োর্ব্বিভিন্নপিতৃকয়োর্ব্বিভাগমাহ বিষ্ণুঃ
একা মাতা দ্বয়োর্যত্র পিতরৌ দ্বৌ চ কুত্রচিৎ।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ স তদ্ গৃহ্লীত নেতরঃ॥
যস্য হি বীজাদ্ যো জাতঃ স তদ্ধনং গৃহ্নীয়াৎ ন ইতরো হন্যবীজজো গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ তেন নাত্র সমাংশিতাদিব্যবস্থেতি। এবং তথাবিধপুত্রাভ্যাং মাতৃধনবিভাগে হপি যস্য পিত্রা যদ্ধনং তস্যৈ দত্তং তেনৈব তদ্ গ্রাহ্যং নেতরেণ
দ্বৌ সুতৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ স তদ্ গৃহ্লীত নেতরঃ॥
ইতি বচনাৎ। মাত্রা স্বয়মর্জ্জিতে তু তুল্যাংশিত্বমেব। (৩১)

যে দুই জনের মাতা এক, পিতা পৃথক্, বিষ্ণু তাহাদের ধনবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩০) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৯৩ অধ্যায়, ২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(৩১) দায়ক্রমসংগ্রহ।

> যে কোনও স্থলে, দুই জনের মাতা এক, পিতা দুই, তথায় তাহাদের মধ্যে যাহার পিতার যে ধন, সে তাহা লইবেক, অন্যে তাহা পাইবেক না।

ইহার অর্থ এই, যাহার বীজ হইতে যে জন্মিয়াছে, সে তাহার ধন লইবেক, অন্যবীজজাত তাহার ধন পাইবেক না। অতএব এস্থলে, উভয়ে সমাংশভাগী হইবেক, এ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইরূপ, তাদৃশ দুই পুত্র, মাতৃধনবিভাগস্থলেও, যাহার পিতা সেই নারীকে যে ধন দিয়াছেন, সে তাহা লইবেক, অন্যে তাহা পাইবেক না।

> যে দুই পুত্রের দুই জন্মদাতা, তাহারা মাতার স্ত্রীধন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত করিলে, মাতার স্ত্রীধনের যে অংশ যাহার পিতার দত্ত, সে তাহা লইবেক, অন্যে তাহা লইতে পারিবেক না।

এই বচন তাহার প্রমাণ। কিন্তু, মাতার নিজের উপার্জ্জিত স্ত্রীধনে, উভয়েই তুল্যাংশভাগী হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের এই লিখন দৃষ্টিগোচর করিয়াও, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, যাঁহার সংশয় থাকিবেক, তাঁহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

উপরিভাগে বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের যে সমস্ত লিখন উদ্ধৃত হইল, তদ্দৃষ্টে বিবাহিতা নারীর, স্থলবিশেষে, পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয়ে, কাহারও হৃদয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না।

এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্ব্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না;

এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবেক; ছেলে-গুলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি, তুই সে জন্যে ভাবিস্ কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, আমায় বুঝায়। শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই তিন অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহাপুরুষ উল্লি-খিত বিদ্যাবাগীশের দলের লোক। সুতরাং, উপরি পরিদর্শিত প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের স্পষ্ট লিখন দৃষ্টে, তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হইবেক, সে প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। তাঁহাদের বুদ্ধিও স্বতন্ত্র, বিদ্যাও স্বতন্ত্র, ব্যবহারও স্বতন্ত্র। তাঁহাদের অলৌকিক লীলা বুঝিয়া উঠা ভার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্মৃতিশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, অসাধারণ বিদ্যাবলে ও অপ্রতিম বুদ্ধিকৌশলে, যে সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ, প্রথমতঃ, তদীয় লিখনের কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"মহাশয়! কি পরাশরসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের বচনটী দেখিয়াছেন, উহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বিধবাদিগের পুন—র্বিবাহ হইতে পাবে। যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

মহাশয়! উক্ত বচনে "পতিরন্যোবিধীয়তে" এই মাত্র আছে। ইহার অর্থ পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ইহা আপনি কোন্ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিলেন? অতএব আপনাকে দেখিতে হইবেক, যে মহর্ষিগণ ও নিবন্ধকারগণ কাহাকে বিবাহ কহিয়াছেন, আর বিবাহই কত প্রকার। এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সকল লক্ষণ প্রস্তাবিত স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না"। (১)

এইরূপে উপক্রম করিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, কতিপয় মুনিবচন ও গ্রন্থকারদিগের লিখন প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিম্নলিখিত উপসংহার করিয়াছেন।

(১) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ, ১পৃঃ।

"এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন মহর্ষিগণ বিবাহের সামান্য লক্ষণ প্রসঙ্গে যে সমস্ত বচনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ বচনেই কন্যাপদ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোন কোন বচনে অনন্যপূর্ব্বিকা প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বিবাহ অষ্টবিধ ইহা বলিয়া, অষ্টবিধ বিবাহের যে যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন উহাতেও কন্যাপদের নির্দ্দেশ আছে। অথচ কন্যাশব্দে ও অনন্যপূর্ব্বিকাদিশব্দে কুমারী-কেই বুঝায় তদ্ব্যতীত ঊঢ়াদিগকে বুঝায় না, ইহাও শাস্ত্রে অবধাধিত হইয়াছে।

এক্ষণে মহাশয়কে! জিজ্ঞাসা করি, বিধবাবিবাহ কোন্ বিবা-হের অন্তর্গত? ফলতঃ উহাকে কোন বিবাহের অন্তর্গত বলিতে পারেন না। প্রত্যুত ভূরি নিষেধক বচনও দৃষ্ট হইতেছে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।

নবিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ যথা মনুঃ (৯অঃ৬৫)

অত্র কুল্লুকভট্টঃ।—নোদ্বাহিকেষিতি অর্য্যমণং নু দেবমিত্যাদিষু বিবাহপ্রয়োজকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে। ন চ বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগধর্ম্ম বিধেয় হয নাই এবং কোন বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে অন্যপুরুষের সহিত বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহও উক্ত হয় নাই।

অষ্টমাধ্যায়ে।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।

নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ১২৬॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল কন্যার বিবাহেই বিধেয় কন্যাভিন্ন বিবা-হিতাদির পক্ষে বিধেয় নহে। অন্যপুরুষের সহিত বিবাহের দ্বারা অথবা সম্ভোগ দ্বারা যে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে, সেই স্ত্রী যদি ঐ পাণিগ্রহনমন্ত্রে নিয়োজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হইবে॥ ১২৬॥ (২)

(২) বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ, ৭পৃঃ।

ইহাতে পাঁচটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রথম

বিবাহসংক্রান্ত মুনিবচনে ও বিবাহমন্ত্রে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল বচনে ও মন্ত্রে কন্যার দান ও কন্যার গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। কন্যাশব্দে কেবল কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী বুঝায়, বিবাহিতা নারী বুঝায় না। সুতরাং, যে নারীর একবার বিবাহ হইয়াছে, সে কন্যাশব্দবাচ্য নহে; এজন্য, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়

বিবাহসংক্রান্ত কোনও কোনও মুনিবচনে অনন্যপূর্ব্বিকাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অনন্যপূর্ব্বিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক, এরূপ বিধি দৃষ্ট হইতেছে। অনন্যপূর্ব্বিকাশব্দে কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী বুঝায়, বিবাহিতা নারী বুঝায় না। সুতরাং, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, সে অনন্যপূর্ব্বিকাশব্দবাচ্য নহে; এজন্য, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

তৃতীয়

ঋষিরা, বিবাহ অষ্টবিধ এই নির্দ্দেশ করিয়া, প্রত্যেক বিবাহের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বিধবাবিবাহে তন্মধ্যে কোনও বিবাহের লক্ষণ খাটে না। সুতরাং, উহা বিবাহশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

চতুর্থ

বিবাহিতার বিবাহ নানা মুনিবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

পঞ্চম

বিবাহিতা নারীকে অকন্যা বলে। অকন্যার বিষয়ে পাণিগ্রহণমন্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু, যথাবিধানে মন্ত্র-প্রয়োগ ব্যতিরেকে, বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কোন বিবেচনায়, এই সমস্ত অপসিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রচারিত করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আলোচিত হইতেছে।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের

প্রথম সিদ্ধান্ত।

বিবাহসংক্রান্ত মুনিবচনে ও বিবাহমন্ত্রে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল বচনে ও মন্ত্রে কন্যার দান ও কন্যার গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। কন্যাশব্দে কেবল কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী বুঝায়, বিবা-হিতা নারী বুঝায় না। সুতরাং, যে নারীর এক বার বিবাহ হইয়াছে, সে কন্যাশব্দবাচ্য নহে; এজন্য, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

কন্যাশব্দে কেবল কুমারী বুঝায়, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সরল চিত্তে বুদ্ধিপরিচালনা পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় অনায়াসে অবগত হইতে পারিতেন, কন্যাশব্দ কুমারী ভিন্ন অন্য অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,

১

আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।১।১০।৩॥ (৩)

মহাত্মা মেরুর, আয়তি ও নিয়তি, এই দুই কন্যা জন্মে।

স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতা কন্যকাস্তথা।
সিনীবালীং কুহূঞ্চৈব রাকাঞ্চানুমতিন্তথা ॥১।১০।৭॥ (৩)

অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতি, এই চারি কন্যা প্রসব করেন।

কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনৎ। (৪)

রাজা দশরথ শান্তা নামে কন্যাকে জন্ম দিয়াছিলেন।

এই তিন স্থলে, কন্যাশব্দ দুহিতা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২

তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাং
রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্তঃ ॥ ৭। ৪২ ॥ (৫)

তিনি ভোজকন্যাকে লইয়া পথে যাইতেছেন, সেই গর্ব্বিত রাজগণ তাঁহার গতিরোধ করিলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার অজ, ভোজরাজদুহিতা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া, নিজ রাজধানী

(৩) বিষ্ণুপুরাণ।
(৪) উত্তরচরিত, প্রস্তাবনা।
(৫) রঘুবংশ।

প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে, রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। দেখ, এস্থলে, অজের সহিত বিবাহিতা ভোজরাজদুহিতা ইন্দুমতী ভোজকন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে ॥ ১। ২১ ॥ (৬)

শিবের প্রথম পত্নী দক্ষকন্যা সতী, পিতৃকৃত অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জন্মগ্রহণের জন্য, হিমালয়পত্নী মেনকাকে আশ্রয় করিলেন।

দেখ, এ স্থলে, শিবের সহিত বিবাহিতা দক্ষদুহিতা সতী দক্ষকন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥ (৭)

কন্যা, অর্থাৎ বিবাহিতা দুহিতা, বস্তুতঃ পরকীয় ধন; অদ্য তাহাকে পতিসমীপে প্রেরণ করিয়া, আমার অন্তরাত্মা, প্রত্যর্পিতন্যাসের (৮) ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে সচ্ছন্দ হইল।

এ স্থলে, মহর্ষি কণ্ব গান্ধর্ব্ব বিধানে দুষ্মন্তের সহিত বিবাহিতা স্বীয় পালিত দুহিতা শকুন্তলাকে কন্যাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৬) কুমারসম্ভব।

(৭) অভিজ্ঞানশকুন্তল, চতুর্থ অঙ্ক।

(৮) প্রত্যর্পিতন্যাস—যে ব্যক্তি ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

এই তিন স্থলেই, সরস্বতীর বরপুত্র কবিকুলগুরু কালিদাস, বিবাহিতা দুহিতা, এই অর্থে কন্যাশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩

সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।

কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্ অন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥ (৯)

হে রাজন্! সাত বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে পর, সকল বর্ণেরই কন্যার বিবাহ প্রশস্ত, নতুবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়।

কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যা ত্বদত্তা গৃহে বসেৎ।

ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥ (১০)

যে কন্যা, দ্বাদশ বৎসর, অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, তাহার পিতার ভ্রূণহত্যার পাতক হয়; সে কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিবেক।

এই দুই স্থলে, কন্যাশব্দ কুমারী, অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী, এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।

বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।

উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।

অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা॥ (১১)

বাচা দত্তা, অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা, অর্থাৎ মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা, অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা, অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা, অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, পুনর্ভূপ্রভবা, অর্থাৎ

(৯) উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতি।

(১০) উদ্বাহতত্ত্বধৃত যমবচন।

(১১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপবচন।

পুনর্ভূব গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভব কন্যা বর্জ্জন করিবেক।

এই কাশ্যপবচনে, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিংপরিগতা, এই তিন বিবাহিতা নারী কন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ষণ্ঢেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালেঽতীতেঽপি পার্থিবঃ।

জানন্নুদ্বাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ১১। ৬৬। (১২)

কাল অতীত হইলেও, জানিতে পারিলে, রাজা ক্লীবের সহিত বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইবেন। ইহা শিবনিবদ্ধ বিধি।

পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।

সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেম্বয়ং বিধিঃ॥ ১১।৬৭। (১২)

যদি বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্যা বিধবা হয়, পিতা সে কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন। শিবোক্ত ধর্ম্মে এই বিধি।

এই দুই মহানির্ব্বাণতন্ত্রবচনে কন্যাশব্দে কুমারী, অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী, এ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, প্রথম বচনে কন্যার উদ্বাহিতা এই বিশেষণ, দ্বিতীয় বচনে কন্যার পরিণীতা এই বিশেষণ, আছে। উদ্বাহিতা, পরিণীতা, এই দুই শব্দেরই অর্থ বিবাহিতা। অতএব, এই দুই বচনে যে কন্যাশব্দ আছে, উহার অর্থ বিবাহিতা নারী, কুমারী নহে।

৫

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।

দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ (১৩)

অষ্টমবর্ষীয়া অবিবাহিতা নারীকে গৌরী, নবমবর্ষীয়া অবিবাহিতা নারীকে রোহিণী, দশমবর্ষীয়া অবিবাহিতা নারীকে কন্যা, তদধিকবয়স্কা অবিবাহিতা নারীকে রজস্বলা বলে।

(১২) মহানির্ব্বাণতন্ত্র। (১৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত অঙ্গিরোবচন।

এস্থলে, দশমবর্ষীয়া অবিবাহিতা নারী কন্যাশব্দে পরিভাষিত হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রামাণিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে, কন্যাশব্দ, কোনও স্থলে, দুহিতা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; কোনও স্থলে, বিবাহিতা দুহিতা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; কোনও স্থলে, কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; কোনও স্থলে, বিবাহিতা নারী এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, পারিভাষিক অর্থ দ্বারা, কন্যাশব্দে দশমবর্ষীয়া অবিবাহিতা নারী বুঝাইয়া থাকে। অতএব, কন্যাশব্দে কেবল কুমারী বুঝায়, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হইতেছে।

ইহা যথার্থ বটে, অমরকোষের

কন্যা কুমারী (১৪)

এস্থলে, কন্যাশব্দ কুমারী এই অর্থে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু, বিশ্বকোষের

কন্যা কুমারিকানার্য্যোঃ (১৫)

এস্থলে, কন্যাশব্দ, কুমারী ও নারী, এই দুই অর্থে ব্যবস্থাপিত দৃষ্ট হইতেছে। কন্যাশব্দে কুমারী ও নারী বুঝায়, বিশ্বকোষকারের এই ব্যবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, এস্থলে, তিনি, বিবাহিতা স্ত্রী, এই অর্থে নারীশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব, কন্যাশব্দ, যখন প্রামাণিক

(১৪) মনুষ্য বর্গ।

(১৫) মেঘদূতের ৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথধৃত।

অভিধানগ্রন্থে, কুমারী ও নারী অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী, এই দুই অর্থে ব্যবস্থাপিত দৃষ্ট হইতেছে, এবং, যখন নানা প্রামাণিক গ্রন্থে, বিবাহিতা দুহিতা, বিবাহিতা স্ত্রী প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত লক্ষিত হইতেছে, তখন কন্যাশব্দে কেবল কুমারী বুঝায়, সুতরাং, একবার যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে আর কন্যাশব্দবাচ্য নহে; এজন্য, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না; অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত স্মৃতিরত্ন মহোদয়ের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্তিমূলক, সে বিষয়ে অণু-মাত্র সংশয় নাই।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, কন্যাশব্দের অর্থনিরূপণস্থলে, যে এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে হাস্যসংবরণ করিতে পারা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন,

"এক্ষণে দেখা যাউক কন্যাশব্দে কাহাকে বুঝায়।

যথা অমরকোষে।

কন্যা কুমারী গৌরী তু নগ্নিকানাগতার্ত্তবা।

কন্যা কুমারী ও গৌরী এই তিনটী কুমারীর নাম যাহার ঋতু হয় নাই তাহার নাম নগ্নিকা"। (১৬)

আমরা ছেলেবেলায়, তোতা পাখীর মত, অমরকোষ পড়িয়াছিলাম; তখন, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অভিমত অর্থ শিখি নাই। আমাদের শিক্ষিত অর্থ অন্যবিধ। যথা,

কন্যা, কুমারী, এই দুটি কুমারীর নাম; আর, যাহার ঋতু হয় নাই, তাহার নাম গৌরী ও নগ্নিকা।

(১৬) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ, ৬পৃ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে, কন্যা, কুমারী, গৌরী, এই তিনটি কুমারীর নাম; আমাদের শিক্ষিত অর্থ অনুসারে, কন্যা, কুমারী, এই দুটি কুমারীর নাম। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে, যাহার ঋতু হয় নাই, তাহার নাম নগ্নিকা; আমাদের শিক্ষিত অর্থ অনুসারে, যাহার ঋতু হয় নাই, তাহার নাম গৌরী ও নগ্নিকা। এ উভয়ের কোন অর্থটি যথার্থ, তাহা স্থির করিবার জন্য, প্রথমতঃ, যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, মনে পড়িয়া গেল, অমরসিংহ গ্রন্থের আরম্ভভাগে বলিয়াছেন,

তন্তাথাদি ন পূর্ব্বভাক্।

যে সকল শব্দের অন্তে তু ও আদিতে অথ থাকে, তাহাদের পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ থাকে না।

উল্লিখিত স্থলে, গৌরী শব্দের অন্তে তু আছে; সুতরাং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কন্যা, কুমারী, এই দুই শব্দের সহিত উহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। অতএব,

"কন্যা কুমারী ও গৌরী এই তিনটী কুমারীর নাম,
যাহার ঋতু হয় নাই তাহার নাম নগ্নিকা"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এরূপ ব্যাখ্যা করা, নিতান্ত আনাড়ীর কার্য্য হইয়াছে।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিজ্ঞাপনস্থলে লিখিয়াছেন,

"এ স্থলে ইহাও বক্তব্য নবদ্বীপনিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তথা বিল্বপুষ্করিণীনিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য এই উভয় ভূবৃহস্পতি, বিশেষ যত্ন সহকারে এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন ও সংশোধন করিয়াছেন।"

তদীয় এই নির্দ্দেশ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, তৎপ্রণীত বিচিত্র বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ গ্রন্থ শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই দুই ভুবৃহস্পতির সংশোধিত। সুতরাং, ইহা দ্বারা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দুই পূজ্যপাদ ভুবৃহস্পতির বুদ্ধি ও বিদ্যার দৌড় কত, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহার প্রকৃষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ, তাঁহারা দুই জনে, সবিশেষ যত্ন সহকারে, তদীয় প্রশংসনয় প্রতিবাদগ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন। কৌতুকের বিষয় এই, অমরকোষের স্মৃতিরত্নমহাশয়কৃত ব্যাখ্যা অশুদ্ধ বা অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে উদিত হয় নাই। যাঁহারা অমরকোষের সামান্য এক স্থলের অর্থবোধে অসমর্থ, তাদৃশ মহামহোপাধ্যায়দিগের বহুবিস্তৃত কুটিল স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসায় কত দূর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

যাহা হউক, রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, বিল্বপুষ্করিণীনিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই মহামতি মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ত্রিতয়ের বুদ্ধি, বিদ্যা, ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, আমরা নিরতিশয় চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছি।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, এবং তাঁহার পূজ্যপাদ এক জোড়া ভূবৃহস্পতি, এই তিন মহামহোপাধ্যায় অমরকোষব্যাখ্যায় যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে। তাঁহাদের পূর্ব্বেও, এদেশে,

তাঁহাদের মত দিগ্গজ পণ্ডিতের অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহারা অমরকোষের যদ্রূপ সবিশেষ প্রশংসনীয়, চির-স্মরণীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্বাংশে তদনুরূপ ব্যাখ্যার একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

গ্রাহোঽবহারো নক্রস্তু কুম্ভীরোঽথ মহীলতা।
গণ্ডূপদঃ কিঞ্চুলুকঃ ॥ (১৭)

অমরকোষের এই অংশের অর্থ এই,

গ্রাহ, অবহার, এই দুটি হাঙ্গরের নাম; নক্র, কুম্ভীব, এই দুটি কুমীরের নাম; মহীলতা, গণ্ডূপদ, কিঞ্চুলুক, এই তিনটি কেঁচোর নাম।

কিন্তু, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন, এই তিন মহোদয়ের ন্যায় অসাধারণবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন এক সুবোধ বিদ্যাবাগীশ, এই অংশের

গ্রাহ, অবহার, নক্র, এই তিনটি হাঙ্গরেব নাম; কুম্ভীর, মহীলতা, এই দুটি কুমীরের নাম; গণ্ডূপদ, কিঞ্চুলুক, এই দুটি কেচোর নাম;

এই অর্থ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেমন, স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি, "গৌরী তু", এ স্থলের "তু" শব্দটির খবর লয়েন নাই; তেমনই, তাঁহাদের সমবিদ্য, অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকবিদ্য, বিদ্যাবাগীশ, "নক্রস্তু", এ স্থলের "তু" শব্দটির, এবং, "অথ মহীলতা", এ স্থলের "অথ" শব্দটির, খবর লয়েন নাই।

এক দিন, বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক, নদীতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিতেছেন; বিদ্যাবাগীশ নদীর তীরে দণ্ডায়-মান আছেন। বিদ্যাবাগীশ দেখিতে পাইলেন, একটা

(১৭) অমরকোষ, পাতাল বর্গ।

কুমীর তাঁহার অধ্যাপককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় অধ্যাপককে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন, গুরো, সাবধানো ভব, মহীলতা আয়াতি; গুরুদেব! সাবধান হউন, একটা মহীলতা আসিতেছে। বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক জানিতেন, মহীলতা শব্দের অর্থ কেঁচো; কেঁচো আসিতেছে, সে জন্য শঙ্কিত ও সাবধান হইবার আবশ্যকতা কি? এই ভাবিয়া তিনি, নিঃশঙ্ক চিত্তে, নদীতে স্নান করিতে লাগিলেন; ইত্যবকাশে, কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল।

অদ্ভুত অভিধানবিদ্যার ঈদৃশ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট উদাহরণ অতি বিরল।

বাল্যকালে, একটি অপূর্ব্ব গান শুনিয়াছিলাম; স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অমরকোষব্যাখ্যা দেখিয়া, সেই গানটি মনে পড়িয়া গেল। সাতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, গানটির সকল অংশ স্মৃতিপথে উদিত হইল না; ডেড়টি স্থল মাত্র মনে পড়িল। ঐ ডেড়টি স্থল নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বাপুংসিমুখি লো ————
ইত্যপির ডাক শুনিয়া তু ধরিতে নারি।

বাপুংসিমুখি অর্থাৎ পদ্মমুখি; ইত্যপির অর্থাৎ কোকিলের; তু ধরিতে অর্থাৎ চিত্ত স্থির করিতে। সমুদয়ের অর্থ, হে পদ্মমুখি! কোকিলের কুহুরব শুনিয়া, আমি চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না।

বাপুংসি, ইত্যপি, তু, এই তিন দ্বারা, পদ্ম, কোকিল, চিত্ত, এই তিন পদার্থ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে,

তৎপ্রদর্শনার্থ, তদুপযোগী ব্যাখ্যা সহিত, অমরকোষের তিনটি স্থল, উদ্ধৃত হইল।

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্। (১৮)

১ বাপুংসি, ২ পদ্ম, ৩ নলিন, ৪ অরবিন্দ, ৫ মহোৎ-পল, এই পাঁচটি পদ্মের নাম।

বনপ্রিয়ঃ পরভৃতঃ কোকিলঃ পিক ইত্যপি। (১৯)

১ বনপ্রিয়, ২ পরভৃত, ৩ কোকিল, ৪ পিক, ৫ ইত্যপি, এই পাঁচটি কোকিলের নাম।

চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ। (২০)

১ চিত্ত, ২ তু, ৩ চেতস্, ৪ হৃদয়, ৫ স্বান্ত, ৬ হৃদ্, ৭ মানস ৮ মনস্, এই আটটি মনের নাম।

কোনও সুরসিক ব্যক্তি, স্মৃতিরত্নপ্রভৃতিপ্রতিম প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অভিধানবিস্তার উদাহরণপ্রদর্শনার্থে, এই মনোহর সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

(১৮) অমরকোষ, পাতাল বর্গ।
(১৯) অমরকোষ, সিংহাদি বর্গ।
(২০) অমরকোষ, স্বর্গ বর্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

বিবাহসংক্রান্ত কোনও কোনও মুনিবচনে অনন্যপূর্ব্বিকা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অনন্যপূর্ব্বিকা কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবেক, এরূপ বিধি দৃষ্ট হইতেছে। অনন্যপূর্ব্বিকা-শব্দে কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী বুঝায়, বিবাহিতা নারী বুঝায় না। সুতরাং, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, সে অনন্যপূর্ব্বিকাশব্দবাচ্য নহে; এজন্য, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

ইহা যথার্থ বটে,

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২। (১)

ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া, সুলক্ষণা, অনন্যপূর্ব্বিকা, মনোহারিণী, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেক।

ইত্যাদি বচনে, অনন্যপূর্ব্বিকার অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার বিধি আছে। যদি এই বিধি দৃষ্টে, বিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে,

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। (২)

অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, প্রার্থনাকারী, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অকৃত-দার পাত্রে কন্যাদান করিবেক।

(১) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।
(২) যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৌধায়নবচন।

এই বিধি দৃষ্টে, কৃতদার পাত্রে কন্যদান করাও একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যবচনে, অনন্যপূর্ব্বিকা অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণের বিধি আছে; সেইরূপ, বৌধায়নবচনে, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অকৃতদার পাত্রে কন্যাদানের বিধি আছে। যদি অবিবাহিতার পাণিগ্রহণের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, বিবাহিতার পাণিগ্রহণ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহা হইলে, সমান ন্যায়ে, অকৃতদার পাত্রে কন্যাদানের বিধি অবলম্বলন পূর্ব্বক, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক। সুতরাং, বিবাহিতা কন্যার বিবাহের ন্যায়, বিবাহিত পুরুষের বিবাহও তুল্যরূপে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বামীর মৃত্যু হইলে, যদি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইতে না পারে, তাহা হইলে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুরুষেরও আর বিবাহ হইতে পারিবেক না। কারণ, মুনিবচনে নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্যপূর্ব্বিকার পাণিগ্রহণ করিবেক; যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে আর অনন্যপূর্ব্বিকা নহে; সুতরাং, কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না। সমান ন্যায়ে, মুনিবচনে নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মচারীকে কন্যাদান করিবেক; যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে আর ব্রহ্মচারী নহে; সুতরাং, কেহ তাহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইবেক না। এস্থলে, পুরুষজাতির পক্ষপাতীরা বলিবেন, বৌধায়নসংহিতার বিধি অনুসারে, উপরি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে, কৃতদার পুরুষের পুনর্ব্বার বিবাহ, ব্যতিরেকমুখে, নিষিদ্ধ হইলেও,

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫। ১৬৮ ॥

পূর্ব্বমৃতা ভার্য্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ ও পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান করিবেক।

মনুসংহিতার এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ স্থলে, পুরুষের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে। সমান ন্যায়ে, অবলাজাতির পক্ষপাতীরা বলিবেন,

পাণিগ্রাহে মৃতে কন্যা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

পতির মৃত্যু হইলে, বিবাহিতা অক্ষতযোনি কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

বশিষ্ঠসংহিতার এই বিধি অনুসারে, পতিবিয়োগ স্থলে, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে। যেমন, পুরুষজাতির পক্ষপাতীরা বলিবেন,

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ॥ ৮। ৮০ ॥

স্ত্রী মদ্যপায়িনী, অসচ্চারিণী, প্রতিকূলবর্ত্তিনী, চিররোগিণী, ও পতিদ্বেষিণী হইলে, পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক।

মনুসংহিতার এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী মদ্যপায়িনী, চিররোগিণী প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে। সেইরূপ, অবলাজাতির পক্ষপাতীরাও বলিবেন,

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা ॥ (৩)

(৩) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে যদি পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

কাত্যায়নসংহিতার এই বিধি অনুসারে, পুরুষ ক্লীব, পতিত প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে।

সরল চিত্তে বুদ্ধিপরিচালনা পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইদানীন্তন শাস্ত্রব্যবসায়ী ও বৈদেশিকবিদ্যাব্যবসায়ী মহাপুরুষেরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নির্ব্বোধ, নির্ব্বিবেক শাস্ত্রকারেরা, বিবাহ বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, সর্ব্বাংশে সমান ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগ হইলে, অথবা স্ত্রী মদ্যপায়িনী, চিররোগিণী প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষ যদি, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিবলে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে; তাহা হইলে, পতিবিয়োগ হইলে, অথবা পতি ক্লীব, পতিত প্রভৃতি স্থির হইলে, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সেইরূপ বিধিবলে, স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে না পারিবেক কেন। ফলকথা এই, যিনি যতই বিতণ্ডা করুন, যিনি যতই ভণ্ডামি করুন, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, বিবাহ বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বাংশে সমান অধিকার, এই ব্যবস্থার দূষণে ও খণ্ডনে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

এ বিষয়ে স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও তাঁহার পূজ্যপাদ ভুই ভুবৃহস্পতির প্রতি বক্তব্য এই, বিবাহযোগ্যকন্যানির্ণয়স্থলে, কন্যার অনন্যপূর্ব্বিকা অর্থাৎ অবিবাহিতা এই

বিশেষণ আছে। বিবাহিতা কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবেক না, ঐ বিশেষণের এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, কোনও ক্রমে, সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, প্রথম পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, নারদ, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারা, স্ব স্ব সংহিতাতে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের স্পষ্ট অনুজ্ঞা দিয়াছেন। অনন্যপূর্ব্বিকা বিশেষণের তাদৃশী তাৎপর্য্যব্যাখ্যাকে বলবতী করিয়া, বিবাহিতার বিবাহ এক বারেই নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, স্থলবিশেষে, সংহিতাকর্ত্তাদিগের বিবাহিতাবিবাহের অনুজ্ঞাপ্রদান নিতান্ত অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ, বিবাহযোগ্যা কন্যার স্বরূপনির্ণয়স্থলীয় অনন্যপূর্ব্বিকাবিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অবিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত কল্প; আর, বিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত কল্প; যেমন, অকৃতদার পাত্রে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প; আর, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প (৪)। যেমন, কোনও কোনও মুনিবচনে, অনন্যপূর্ব্বিকা কন্যার পাণিগ্রহণের বিধি আছে; সেইরূপ, বৌধায়নবচনে, অকৃতদার পাত্রে কন্যাদান করিবার বিধি আছে; তদনুসারে, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান করা এক বারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে না; কারণ,

(৪) বৌধায়নঃ শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। ব্রহ্মচারিণে অজাতস্ত্রীসম্পর্কায়েতি কল্পতরুযাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকে। জাতস্ত্রীসম্পর্কস্য দ্বিতীয়বিবাহে বিবাহাষ্টকবহির্ভাবাপত্তেস্তদুপাদানং প্রাশস্ত্যার্থমিতি হেয়ম। উদ্বাহতত্ত্ব।

স্ত্রী মরিলে, অথবা স্ত্রী বন্ধ্যাত্বাদিদোষগ্রস্ত হইলে, শাস্ত্রে, পুরুষের পক্ষে, পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের বিধি আছে। এ স্থলে যেমন, দুই বিধির অবিরোধের অনুরোধে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক; সেইরূপ, অবিবাহিতা ও বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ পক্ষেও, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করা, নারীর পক্ষে, যেমন অপ্রশস্ত কল্প; বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে, সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প; এ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোনও অংশে, কোনও প্রভেদ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই, ইহাতেও যদি, তদীয় বিশুদ্ধ হৃদয়ে, সন্তোষের উদয় না হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত দিব, তাঁহাদের অন্তে অবধারিত অধোগতি হউক;—আর, আপনাকেও এই বলিয়া ধিক্কার দিব, আমি অকারণে দূর্ব্বাবণে মুক্তা ছড়াইলাম কেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

বিধবাবিবাহ কোনও বিবাহের লক্ষণাক্রান্ত নহে। সংহিতা-কর্ত্তা ঋষিরা, বিবাহ অষ্টবিধ এই নির্দ্দেশ করিয়া, প্রত্যেক বিবাহের পৃথক পৃথক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহে তন্মধ্যে কোনও বিবাহের লক্ষণ খাটে না; সুতরাং, উহা বিবাহশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

তদীয় এই সিদ্ধান্তের একমাত্র অবলম্বন কন্যাশব্দ; অর্থাৎ যে সকল মুনিবচনে বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল বচনে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত আছে। কন্যা-শব্দে কুমারীই বুঝায়, বিবাহিতা নারী বুঝায় না; সুতরাং, বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতার বিবাহে ঐ সকল লক্ষণ, কোনও ক্রমে, খাটিতে পারে না।

ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে কন্যা-শব্দ, কুমারী ও বিবাহিতা নারী, উভয় অর্থেরই বাচক। সুতরাং, বিধবাপ্রভৃতি বিবাহিতার বিবাহে, ঐ সকল লক্ষণ খাটিবার কোনও প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইতেছে না। ফলকথা এই, বিধবার বিবাহ, অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে, যে বিবাহের নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইবেক, সেই বিবাহশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

১। আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩।২৭॥ (১)

(১) মনুসংহিতা।

স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক, বর ও কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও সৎকৃত করিয়া, বিদ্যাবান্, আচারপূত পাত্রে কন্যার যে দান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

২। যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।

অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ ৩। ২৮॥ (২)

আরব্ধ যজ্ঞে বৃত হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, এরূপ ঋত্বিক্‌কে অলঙ্কৃতা সুতার যে দান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

৩। একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ৩। ২৯॥ (২)

ধর্ম্মার্থে, বরের নিকট হইতে, এক বা দুই গোমিথুন (৩) গ্রহণ পূর্ব্বক, যথাবিধি কন্যার যে দান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

৪। সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥৩।৩০॥ (৪)

উভয়ে এক সঙ্গে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, বাক্য দ্বারা এই সম্ভাষণ ও সৎকার করিয়া, কন্যার যে দান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

৫। জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩। ৩১॥ (৪)

স্বেচ্ছানুসারে, কন্যাকে ও কন্যার জ্ঞাতিদিগকে, যথাশক্তি, ধন দিয়া কন্যার যে গ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

৬। ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩। ৩২॥ (৪)

কন্যা ও বরের ইচ্ছানুসারে, উভয়প্রীতিকর, কামমূলক যে পরস্পর সম্মিলন, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

৭। হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং বলাৎ।

প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩। ৩৩॥ (৪)

কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও ভিত্তিভেদ করিয়া, গৃহ হইতে, বল পূর্ব্বক, চীৎকারকারিণী, রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

(২) মনুসংহিতা।

(৩) একটি এঁড়ে, একটি গাই, এই এক যোড়া গরু।

(৪) মনুসংহিতা।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥৩।৩৪॥ (৫)

নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানবিহ্বলা, অথবা স্বধর্ম্মরক্ষণে অনবহিতার নির্জনে যে সম্ভোগ, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ অষ্টম, যার পর নাই নিন্দনীয়, ও সর্ব্ব বিবাহের অধম।

এই আট বচনে অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, এই ছয় বচনে কন্যাশব্দ আছে। কন্যাশব্দে কুমারীও বুঝায়, বিবাহিতা নারীও বুঝায়। এই ছয় বচনে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কুমারীর বিবাহ, ঐ নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইলে, যদি ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, অথবা রাক্ষস, বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে; তাহা হইলে, বিধবার বিবাহ, ঐ ঐ নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইলে, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট না হইবেক কেন। দ্বিতীয় বচনে কন্যাশব্দ নাই, সুতাশব্দ আছে; সুতা বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং, এই বচনে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সুতার বিবাহ সম্পাদিত হইলে, সুতা অবিবাহিতাই হউক, আর বিবাহিতাই হউক, দৈব বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অষ্টম বচনে, কন্যা সুতা প্রভৃতি কোনও বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগ নাই; কেবল স্ত্রীলিঙ্গের তিনটি বিশেষণ পদ প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, কি অবিবাহিতা কি বিবাহিতা, নারী মাত্রের বিবাহে এই বচন খাটিবার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

(৫) মনুসংহিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

বিবাহিতার বিবাহ নানা মুনিবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

এ বিষয়ে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

"প্রত্যুত ভূরি নিষেধক বচনও দৃষ্ট হইতেছে

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ যথা মনুঃ (৯অঃ৬৫)

অত্র কুল্লূকভট্টঃ।—নোদ্বাহিকেষ্বিতি অর্য্যমণং নু দেবমিত্যাদিষু বিবাহপ্রযোজকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং ন নিযোগঃ কথ্যতে। ন চ বিবাহবিধাযকশাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্ম বিধেয হয নাই এবং কোন বিবাহ বিধাযক শাস্ত্রে অন্য পুরুষেব সহিত বিধবাদিগেব পুনর্ব্বিবাহও উক্ত হয নাই।" (১)

এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রণীত বিধবা-বিবাহবিচার পুস্তকের কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"প্রতিবাদী মহাশয়েরা,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৯। ৬৫।

বিবাহবিধিস্থলে বিধবাব পুনর্ব্বাব বিবাহ উক্ত নাই।

(১) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ, ৮ পৃ।

প্রকরণপর্য্যালোচনা না করিয়া, এই বচনার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু, এই বচনকে একবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে, পুত্রপ্রকরণে মনুর পৌনর্ভববিধান কিরূপে সংলগ্ন হইবেক, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এই বচনার্দ্ধকে পৃথক্ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের অভিমত অর্থ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু, প্রকরণপর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্যের অনুধাবন করিলে, তাহা কোনও ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা,

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ৯। ৫৯॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥ ৯। ৬০॥
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্ব্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ॥ ৯। ৬১॥
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্ব্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥ ৯। ৬২॥
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ॥ ৯। ৬৩॥
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ ৯। ৬৪॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৯। ৬৫॥
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৯। ৬৬॥

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৯। ৬৭ ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৯। ৬৮ ॥

সন্তানের অভাবে, যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী, দেবর দ্বারা বা সপিণ্ড দ্বারা, অভিলষিত পুত্র লাভ করিবেক ॥ ৫৯ ॥ নিযুক্ত ব্যক্তি, ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেক, কদাচ দ্বিতীয় নহে ॥ ৬০ ॥ একমাত্র পুত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না বিবেচনা করিয়া, নিয়োগশাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয়পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন ॥ ৬১ ॥ বিধবাতে যথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে পর, পরস্পর, পিতার ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায়, থাকিবেক ॥৬২॥ যে স্ত্রী ও পুরুষ, নিযুক্ত হইয়া, বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছানুসারে চলে, তাহারা পতিত, এবং পুত্রবধূগামী ও গুরুতল্পগামী হইবেক ॥ ৬৩ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পুত্রোৎপাদনার্থে, বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না; অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিলে, সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয় ॥৬৪॥ বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে, কোনও স্থলে, নিয়োগের উল্লেখ নাই; এবং, বিবাহবিধিস্থলে, বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই ॥ ৬৫ ॥ শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজেরা এই পশু ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে, মনুষ্যদিগের মধ্যে, এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥ সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, এবং কাম দ্বারা হতচেতন হইয়া, বর্ণসঙ্কর প্রচলিত করিয়াছিলেন ॥৬৭॥ তদবধি যে ব্যক্তি, মোহান্ধ হইয়া, পতিহীনা স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদনার্থে পরপুরুষে নিযুক্ত করে, সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয় ॥ ৬৮ ॥

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাহের বিধি নিষেধ বোধ হয়। প্রথম বচনে, সন্তানাভাবে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎ-

পাদনের বিষয় উপক্রম করিয়া, সর্ব্বশেষ বচনে ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং, যখন, উপক্রমে ও উপসংহারে, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন তন্মধ্যবর্ত্তী সকল বচনেই তৎসংক্রান্ত কথা লক্ষিত হইতেছে, তখন এই প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনবিষয়ক, তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে বচন অবলম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ আদেশবোধক স্পষ্ট নিয়োগশব্দ আছে; সুতরাং, অপরার্দ্ধে যে অস্পষ্ট বেদনশব্দ আছে, তাহারও, পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া, প্রকরণবশতঃ, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। এই বেদনশব্দ যে বিদ ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন, সেই বিদ ধাতু দ্বারা, পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ, উভয় অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বিবাহপ্রকরণে থাকিলে, পাণিগ্রহণবোধক হয়; নিয়োগপ্রকরণে থাকিলে, ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণের বোধক হয়। যথা,

ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। (৩২)

সমানগোত্রা, সমানপ্রবরা ভার্য্যার বেদন করিবেক না।

দেখ, এস্থলে, বিন্দেত, এই যে বিদ ধাতুর পদ আছে, তাহাতে, বিবাহপ্রকরণ বলিয়া, পাণিগ্রহণরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে।

(৩২) বিষ্ণুসংহিতা। ২৪ অধ্যায়।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥ ৯। ৬৯।
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ ॥ ৯।৭০। (৩৩)

বাগ্দান করিলে পর, বিবাহের পূর্ব্বে, যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়, তাহাকে তাহার দেবর, এই বিধানে বেদন করিবেক ॥৬৯॥ বৈধব্য-লক্ষণধারিণী সেই কন্যাকে দেবর, যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ঋতুকালে, এক এক বার গমন করিবেক ॥৭০॥

দেখ, এ স্থলে, নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া, বিদধাতু দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ বুঝাইতেছে। অতএব,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বেদন উক্ত নাই।

এস্থলে, বিদধাতুনিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে, তাহারও, নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বেদন শব্দের এরূপ অর্থ না করিলে, এস্থল সঙ্গতই হইতে পারে না।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহবিধিস্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই।

এই অর্থ যেরূপ সংলগ্ন হইতেছে, অপর অর্থ সেরূপ সংলগ্ন হয় না। যথা,

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

(৩৩) মনুসংহিতা।

মনু নিয়োগধর্ম্মের নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং, ঐ বচনে নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন; বিবাহসংক্রান্ত যে সকল মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কোনও মন্ত্রে বিধবার নিয়োগের উল্লেখ নাই; আর, বিবাহের বিধিস্থলে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণেরও উল্লেখ নাই। অর্থাৎ, নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন হয়; পুত্রোৎপাদন বিবাহের কার্য্য; সুতরাং, মনু নিয়োগকে বিবাহবিশেষস্বরূপ গণনা করিয়া লইতেছেন, এবং বিবাহেব মন্ত্রের মধ্যে, ও বিবাহবিধির মধ্যে, নিয়োগের ও নিয়োগধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণের কথা নাই; এই নিমিত্ত, অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। নতুবা, নিয়োগপ্রকরণের বচনে, পূর্ব্বার্দ্ধে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের নিষেধ, অপরার্দ্ধে অনুপস্থিত, অপ্রাকরণিক বিধবাবিবাহের নিষেধ করিবেন, ইহা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। নিয়োগপ্রকরণে, বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এ কথা বিলক্ষণ উপযোগী ও সঙ্গত হইতেছে; কিন্তু, নিয়োগপ্রকরণে, বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই, এ কথা নিতান্ত অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে। নিয়োগের বিধিনিষেধমীমাংসাস্থলে, বিধবাবিবাহের নিষেধের কথা অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবেক কেন। ফলতঃ, এ স্থলে বিবাহ শব্দ নাই, বেদন শব্দ আছে; বেদন শব্দে পাণিগ্রহণও বুঝায়, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও বুঝায়। প্রকরণবশতঃ, বেদন শব্দে এস্থলে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণই বুঝাইবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। বস্তুতঃ, এ স্থলে বেদন শব্দের বিবাহরূপ অর্থ স্থির করিয়া, বিধবা-

বিবাহের নিষেধপ্রতিপাদনে উদ্যত হওয়া কেবল প্রকরণ-জ্ঞানের অসদ্ভাবপ্রদর্শন মাত্র।

এই প্রকরণ যে কেবল নিয়োগধর্ম্মের বিধিনিষেধ-বিষয়ক, বিধবাবিবাহের বিধিনিষেধবিষয়ক নহে; ভগবান্ বৃহস্পতির মীমাংসায় দৃষ্টিপাত করিলে, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা,

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌ নৃনাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ।
ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥ (৩৪)

মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন, স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন। যুগহ্রাস প্রযুক্ত, অন্যেরা যথাবিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগে, মনুষ্যেরা তপস্যারত ও জ্ঞানসম্পন্ন ছিল; কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তিহানি হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা যে নানাবিধ পুত্র করিয়া গিয়াছেন; ইদানীন্তন শক্তিহীন লোকেরা সে সকল পুত্র করিতে পারে না।

অর্থাৎ, মনু নিয়োগপ্রকরণের প্রথম পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন, এবং অবশিষ্ট পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন। এক বিষয়ে, এক প্রকরণে, এক জনের বিধি ও নিষেধ, কোনও মতে, সঙ্গত হইতে পারে না; এই নিমিত্ত, ভগবান্ বৃহস্পতি মীমাংসা

(৩৪) কুল্লূকভট্টধৃত।

করিয়াছেন, মনু নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের অভিপ্রায়ে; আর, নিয়োগের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কলিযুগের অভিপ্রায়ে। অতএব দেখ, বৃহস্পতি মনুসংহিতার নিয়োগপ্রকরণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে নিয়োগধর্ম্মের বিধি ও নিষেধই যে এই প্রকরণের নিষ্কৃষ্টার্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না"। (২)

(১) বিধবাবিবাহবিচার, ষষ্ঠ সংস্করণ, ৬২ পৃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

বিবাহিতা নারীকে অকন্যা বলে। অকন্যার বিষয়ে পাণিগ্রহণমন্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু, যথাবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরেকে, বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, এক বার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

"অষ্টমাধ্যায়ে।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ১২৬॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল কন্যার বিবাহেই বিধেয় কন্যাভিন্ন বিবাহিতার পক্ষে বিধেয় নহে। অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বারা অথবা সম্ভোগ দ্বারা যে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে, সেই স্ত্রী যদি ঐ পাণিগ্রহণ মন্ত্রে নিযোজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হইবে॥ ১২৬॥" (১)

তিনি মনুবচনের এই যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার সমীচীন পরিচয়প্রদান, অথবা লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। তাঁহার উদ্ধৃত মনুবচনের প্রকৃত অর্থ এই;

নৃণাং মনুষ্যাণাং পাণিগ্রহণিকাঃ পাণিগ্রহণনিষ্পাদকাঃ মন্ত্রাঃ কন্যাসু এব প্রতিষ্ঠিতাঃ ব্যবস্থিতাঃ ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিদপি

(১) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদ, ৮পৃ০।

স্থলে ন অকন্যাস্থ হি যতঃ তাঃ অকন্যাঃ লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াঃ অকন্যাত্বপ্রতিপাদকদোষাক্রান্ততয়া ধর্ম্মক্রিয়াস্থ তাসাম্ অধিকারলোপো জাতঃ।

মনুষ্যদিগের পাণিগ্রহণনিষ্পাদক মন্ত্র সকল কন্যার বিষয়েই ব্যবস্থিত, কোনও স্থলে অকন্যার বিষয়ে নহে; অর্থাৎ যে সকল মন্ত্র দ্বারা মনুষ্যের পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হয়, ঐ সকল মন্ত্র কন্যার পাণিগ্রহণেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্যার পাণিগ্রহণে প্রযুক্ত হয় না; কারণ, ধর্ম্মকার্য্যে তাহাদের অধিকারলোপ হইয়াছে।

যে সকল শব্দে এই বচন রচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহার অতিরিক্ত অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। স্মৃতিরত্ন মহাশয়, কন্যাশব্দের অর্থ কি, তাহাও অবগত নহেন, এবং অকন্যাশব্দের অর্থ কি, তাহাও অবগত নহেন; এজন্য, "নাকন্যাস্থ" (অকন্যার বিষয়ে নহে) বচনের এই অংশের, "কন্যাভিন্ন বিবাহিতার পক্ষে বিধেয় নহে," স্বীয় অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে, এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তৎপরে, "লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ" (যেহেতু ধর্ম্মকার্য্যে তাহাদের অধিকারলোপ হইয়াছে) এই অংশের, "অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বারা অথবা সম্ভোগ দ্বারা যে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে, সেই স্ত্রী যদি ঐ পাণিগ্রহণমন্ত্রে নিয়োজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হইবে," তিনি, বচনের অন্তর্গত কোন কোন শব্দের আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক, তাঁহার ব্যাখ্যার, "অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দ্বারা যে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে", এই অংশটি সবিশেষ প্রশংসনীয়। তদীয় বর্ত্তমান পদমর্য্যাদায় দৃষ্টিপাত করিলে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-

সত্ত্বেও, তাঁহাকে অতিপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু, তিনি, স্বপ্রণীত প্রতিবাদগ্রন্থে, পদে পদে, যদ্রূপ বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার আছে, এরূপ বোধ হয় না। তিনি, কোন বিবেচনায়, বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হয়, ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা তিনি ও তাঁহার পূজ্যপাদ ভূরিবৃহস্পতিরাই বলিতে পারেন। যদি বিবাহ দ্বারা কন্যাত্ব দূর হইত, তাহা হইলে,

১। তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাম্।
২। দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
৩। অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব।
৪। সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যাঃ।
৫। পাণিগ্রাহে মৃতে কন্যা।
৬। যণ্ডেনোদ্বাহিতাং কন্যাম্।
৭। পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা।

ইত্যাদি স্থলে, বিবাহিতা স্ত্রীতে কন্যাশব্দ কি প্রকারে প্রযুক্ত হইল। ফলকথা এই, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিধবাবিবাহপ্রতিবাদরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বোধোদয়ের জন্য, অকন্যাশব্দের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি ॥ ৮। ২০৫ ॥ (২)

(২) মনুসংহিতা।

অগ্রে দোষের পরিচয় দিয়া, উন্মাদগ্রস্তা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, ও পুরুষসম্ভুক্তা কন্যার সম্প্রদানকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইতে পারে না।

অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির কন্যা উন্মাদ বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্তা, অথবা পুরুষসম্ভোগে দূষিতা হইয়াছে। যদি সে ব্যক্তি, আমার কন্যার এই দোষ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে বরপক্ষের গোচর করিয়া, কন্যাদান করেন, তাহা হইলে, তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন না।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষন্নবতিং পণান্ ॥ ৮। ২২৪ ॥ (৩)

যে ব্যক্তি, দোষগোপন করিয়া, দোষযুক্তা কন্যার দান করেন, রাজা স্বয়ং সে ব্যক্তির ৯৬ পণ দণ্ড করিবেন।

অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির কন্যা উন্মাদ বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্তা, অথবা পুরুষসম্ভোগে দূষিতা হইয়াছে। যদি সে ব্যক্তি, আমার কন্যার এই দোষ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে বরপক্ষের গোচর না করিয়া, কন্যাদান করেন, তাহা হইলে, তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন।

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্ ॥ ৮। ২২৫ ॥ (৩)

যে ব্যক্তি, দ্বেষ বশতঃ, কন্যাকে অকন্যা বলে, সে ব্যক্তি, কন্যার দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, শত পণ দণ্ডনীয় হইবেক।

অর্থাৎ, কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে; যদি কোনও ব্যক্তি, দ্বেষ বশতঃ, বরপক্ষের নিকট, ঐ কন্যাকে অকন্যা অর্থাৎ উন্মাদিনী, কুষ্ঠরোগিণী, অথবা পুরুষসম্ভোগদূষিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তন্মধ্যে যে দোষ বশতঃ, ঐ কন্যা

(৩) মনুসংহিতা।

অকন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেক।(৪)

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ৮। ২২৬॥ (৫)

মনুষ্যদিগের পাণিগ্রহণনিষ্পাদক মন্ত্র সকল কন্যার বিষয়েই ব্যবস্থিত, কোনও স্থলে অকন্যার বিষয়ে নহে; কারণ, ধর্ম্মকার্য্যে তাহাদের অধিকারলোপ হইয়াছে।

অর্থাৎ, বিনা দোষে, কন্যাকে অকন্যা বলা অন্যায়; কারণ, অকন্যাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার থাকে না; এজন্য, তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না; এবং, স্ত্রী ও পুরুষের সহযোগ, যথাবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক, সম্পন্ন না হইলে, বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হয় না; এজন্য, অকন্যাত্বপ্রতিপাদকদোষসম্বন্ধ ব্যতিরেকে, কন্যাকে অকন্যা বলা অতিশয় গর্হণীয় ও দণ্ডনীয়।

প্রথম বচনে দৃষ্ট হইতেছে, যদি কন্যার উন্মাদ, কুষ্ঠ, পুরুষসম্ভোগ, এই তিনের অন্যতম দোষ থাকে, বরপক্ষের নিকট সেই দোষের পরিচয় দিয়া, বিবাহ দিলে দণ্ডনীয় হইতে হয় না; দ্বিতীয় বচনে দৃষ্ট হইতেছে, উক্ত ত্রিবিধ

(৪) কুল্লুকভট্ট, এই বচনের ব্যাখ্যায়, কেবল পুরুষসম্ভোগদূষিতাকেই অকন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা,

"নেয়ং কন্যা ক্ষতযোনিরিয়মিতি যো মনুষ্যো দ্বেষেণ ব্রূয়াৎ
স তস্যা উক্তদোষমবিভাবয়ন্ পণশতং রাজদণ্ডং প্রাপ্নুয়াৎ।"

এ কন্যা নহে, এ পুরুষসম্ভোগদূষিতা, ইহা যে ব্যক্তি দ্বেষ বশতঃ বলিবেক, সে, তাহার উক্ত দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, শতপণ রাজদণ্ড পাইবেক।

(৫) মনুসংহিতা।

দোষের পরিচয় না দিয়া, কন্যাদান করিলে, দণ্ডনীয় হইতে হয়; তৃতীয় বচনে দৃষ্ট হইতেছে, যদি কেহ, দ্বেষ বশতঃ, কন্যাকে অকন্যা বলে, এবং অকন্যাত্বপ্রতিপাদক উন্মাদ, কুষ্ঠ, পুরুষসম্ভোগ, এই তিনের অন্যতম দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়; অকন্যাত্বপ্রতিপাদকদোষসম্বন্ধ ব্যতিরেকে, কন্যাকে অকন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহার কারণ চতুর্থ বচনে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এই বচনচতুষ্টয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মনুসংহিতা অনুসারে, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ, পুরুষ-সংসর্গ, এই তিনের অন্যতম দোষে দূষিত হইলে, কন্যারা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে সকল কন্যা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখ, মনু-সংহিতা অনুসারে, যে সকল দোষ ঘটিলে, কন্যা অকন্যা-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, বিবাহ তন্মধ্যে পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে না।

নারদসংহিতায় দৃষ্টিপাত করিলে, এতদ্বিষয়ক সকল সংশয়, নিঃসংশয়, অপসারিত হইবেক। যথা,

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্॥ (৬)

যে ব্যক্তি, দ্বেষ বশতঃ, কন্যাকে অকন্যা বলে, সে ব্যক্তি, কন্যার দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, শত পণ দণ্ডনীয় হইবেক।

মহর্ষি নারদ, অকন্যাত্বপ্রতিপাদক দোষসম্বন্ধ ব্যতিরেকে,

(৬) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

কন্যাকে অকন্যাবাদীর দণ্ডব্যবস্থা করিয়া, অকন্যাত্বপ্রতিপাদক দোষের পরিগণনা করিতেছেন,

দীর্ঘকুৎসিতরোগার্ত্তা ব্যঙ্গা সংস্পৃষ্টমৈথুনা।
দুষ্টান্যগতভাবা চ কন্যাদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ (৭)

দীর্ঘ ও কুৎসিত রোগ, অঙ্গবৈকল্য, পুরুষসম্ভোগ, পুরুষান্তরে অনুরাগ, এই সমস্ত কন্যাদোষ বলিয়া পরিগণিত।

যে যে দোষে দূষিত হইলে, কন্যা অকন্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এই বচনে তৎসমুদয় পরিগণিত হইয়াছে। বিবাহ তন্মধ্যে পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে না।

অতএব, অকন্যার বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ; অকন্যাশব্দের অর্থ বিবাহিতা নারী; সুতরাং, বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে; স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে অকিঞ্চিৎকর ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

এক্ষণে, শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই তিন দিগ্গজ মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহাদের অবলম্বিত অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, অকন্যাশব্দের অর্থ বিবাহিতা নারী; তাঁহাদের বাটীতে যে সকল বিবাহিতা নারী আছেন, যদি কেহ, ঐ বিবাহিতা নারীদিগকে অকন্যাশব্দে নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা তাদৃশনির্দ্দেশকারীর উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন কি না।

(৭) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্মার্ত্তচূড়ামণি শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনপ্রয়াসে, যে পাঁচটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এই সিদ্ধান্তগুলি তদীয় অপ্রতিম প্রতিবাদগ্রন্থের সারাংশ। এই সারাংশের সমালোচনায় লোচনসঞ্চার ও কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে মনোনিবেশ করিলে, সকলে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ও তাঁহার পূজ্যপাদ ভূবৃহস্পতি-দ্বিতয়ের বুদ্ধি, বিদ্যা, ও ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন, এবং তাঁহারা, বিধবাবিবাহপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় সমাজে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে, "একটা ভাত টিপিলেই, হাঁড়ীর অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত ভাতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়"। আমি স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদগ্রন্থহাঁড়ীর পাঁচটা ভাত টিপিয়া দেখাইলাম। সুতরাং, ঐ হাঁড়ীর অন্তর্বর্ত্তী অবশিষ্ট ভাতসমূহের প্রকৃত অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত হইতে আর বাকী থাকিবেক না। তৎপরে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে উন্মত্তপ্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না। সুতরাং, সে বিষয়ের উত্তর লিখিবার নিমিত্ত, অনর্থক পরিশ্রম করিবার অণুমাত্র আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রধান-

পদপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুস্তক পাঠান্তে, তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের প্রতিলিপি, সুযোগক্রমে, আমাদের হস্তগত হয়। ঐ প্রতিলিপি, সর্ব্বসাধারণের অবগতি জন্য, নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তদ্দর্শনে সকলে অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেচনা প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরামঃ

শরণম্।

বৈদ্যনাথ।

১৫ শ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

নমস্কার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদম্

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, গত কল্য আপনাব "বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ" পুস্তক পাইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া অবধি কোন দিনই বাত্রিতে কোন কার্য্যই কবিনা, কিন্তু ঔৎসুক্য বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে কল্য রাত্রি ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত আপনাব পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

একবাব মাত্র পাঠ করিয়াই আমার যে সংস্কাব জন্মিয়াছে, তাহা আপনাকে জানান উচিত মনে হওয়াতে সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। আপনি আমার একজন পরমাত্মীয়, আপনার সুখ্যাতি ও নিন্দাতে আমাদিগের সন্তোষ ও কষ্ট আছে। অতএব আপনার গ্রন্থের যে যে অংশে দোষ দৃষ্ট হইল তাহা দেখাইয়া দিয়া সাবধান করিতেছি। এজন্য ত্রুটি বা ধৃষ্টতা হইয়া থাকে ক্ষমা কবিবেন।

আপনার গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন, অনেক বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং "বেহুদা পণ্ডিত'' গোচ অনেক শাস্ত্র তুলিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন্ নাই। এবং আপাততঃ অধিকাংশ লোকেই মনে করিবেন যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় খুব লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহাদের কিছু মাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে বা যাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে পড়া আছে, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে এ পুস্তকখানি আপনার উপযুক্ত হয় নাই, ইহাতে আপনার সম্মান, গৌরব, ও পদের হানি ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আপনি এত দিন, বিশেষতঃ এই পুস্তক খানি রচনা করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র সমুদায় আলোচনা করিয়াও যে কি রূপে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে বিধবাবিবাহ আদৌ শাস্ত্রবিহিতই নহে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সিদ্ধান্তটী রক্ষা করিবার জন্য যে কত মুনিবচনের কতপ্রকার নূতন নূতন অর্থ করিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমরা দেখাইয়া দিব কি, আপনিই একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি। আমরা অজ্ঞ ব্যক্তিকে তত দোষ দিই না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া জিগীষাপরবশ হইয়া, যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে আমরা মনের সহিত ঘৃণা করি, বঞ্চক ও অধার্ম্মিক বলিয়া থাকি। আপনি অনেক স্মৃতিনিবন্ধ দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, কোন নিবন্ধকার এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ আদৌ শাস্ত্রসিদ্ধই নহে। আপনি যে নিবন্ধকারকে একবার প্রামাণিক রূপে গণ্য করিয়াছেন আবার নিজের মতের সহিত তাঁহার মতের বিরোধ হইলে সেই নিবন্ধকারকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন; যেমন নীলকণ্ঠ।

"পতিরন্যো বিধীয়তে" এই বচনটী নিয়োগপর বলিয়া এক ভয়ানক অপসিদ্ধান্ত ও শব্দশাস্ত্রে নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা নিয়োগের প্রতি ক্ষেত্রীর অপুত্রতাই একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদেশস্থ স্বামীর সংবাদ না পাইলেও সপুত্রা স্ত্রীরও নিয়োগ চলিবে, এবং (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন) এক পুত্র পুত্রই নহে, অতএব দ্বিতীয় পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত নিয়োগকার্য্য

চলিবে। আবার আপনার মত অপর কোন স্মার্ত্ত হয়ত বলিবেন "এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রাঃ" এই বচন অনুসারে বহু পুত্র পাইবার জন্য যাবজ্জীবন নিয়োগ চলিবে। যাহা হউক, বিধবাবিবাহ ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে গিয়া অতীব পবিত্র, সাধুজনসমাদৃত নিয়োগব্যবস্থা প্রচার করিয়া, জগতের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আপনি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার, আপনার ব্যবস্থাতে সধবা, বিধবা, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে; ঘরের বৌ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথচ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে। ইহারই নাম "গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে; পিতৃলোকের তৃপ্তি"। সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয় পরাশরবচনের এই সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

"পতিরন্যো বিধীয়তে" এই স্থলে পতিশব্দে "পতিস্থানীয় সন্তানোৎপাদক" ইহা স্বীকার করিতে হইবে লিখিয়াছেন। কেন স্বীকার করিতে হইবে? আপনার গরজে স্বীকার করিতে হয় স্বতন্ত্র কথা, শব্দশাস্ত্রানুসারে ত কখনই হইতে পারে না। পতিশব্দে সন্তানোৎপাদক এরূপ অর্থ কোন গ্রন্থকার কখনই করেন নাই। আপনার আমলে পতিশব্দের একটী অর্থ বাড়িল, ইহাও মন্দ নহে। আচ্ছা, পতিশব্দের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব অর্থ করিবার পূর্ব্বে আপনার কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে 'অন্য', 'অপর' প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির সত্তা বুঝায়, যেমন 'অন্য পণ্ডিত', 'অপর ছাত্র' বলিলে এক জন পণ্ডিত ও এক জন ছাত্র আছে, তদ্ভিন্ন আর এক জন পণ্ডিত ও আর এক জন ছাত্র বুঝায়, সেরূপ "অন্যঃ পতিঃ" বলিলে দ্বিতীয় পতি বুঝায়। পূর্ব্ব পতিশব্দে যেরূপ অর্থ বুঝাইয়াছিল, তদপেক্ষা 'পতিস্থানীয় সন্তানোৎপাদক' রূপ স্বতন্ত্র অর্থ বুঝাইলে 'অন্য' পদটী কখনই বিশেষণরূপে সঙ্গত হইতে পারে না। আচ্ছা, আপনি যেন স্মার্ত্ত; আপনার পুস্তকসংশোধক নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এ বিষয়ে কিরূপে সম্মতি দিলেন? যদি পরাশরবচনটী দ্বিতীয়নিয়োগবিধায়ক বলিয়া, দ্বিতীয় সন্তানোৎপাদক অর্থ করেন তবে আমি নিরস্ত হইলাম। আচ্ছা স্মৃতিরত্ন

মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি পতিশব্দে সন্তানোৎপাদক, ঊঢ়া শব্দে বাগ্‌দত্তা, পুনরুদ্বাহ ও পুনঃসংস্কার শব্দে নিয়োগধর্ম্ম ইত্যাদি নানা মুনিবচনের ও নিবন্ধকারদিগের সহজ সন্দর্ভের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব, স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া কেন মুনি ও নিবন্ধকারদিগের অবমাননা করিলেন? আপনিই বা কেন উপহাসাস্পদ হইলেন? পরাশরবচন নিয়োগপর হইলেও ত আপনি কলিযুগে নিয়োগ প্রচলিত করিবেন না, পরিশেষে আপনাকে মাধবাচার্য্যের শরণাগত হইয়া চলিতেই হইয়াছে, যে, 'এ বচনটী যুগান্তরবিষয়'। যদি তাহাই হইল, তবে পরাশরের বচনটী বিবাহপর হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল, কলিযুগবিষয় ত হইল না। সুতরাং আমরা অবশ্য বলিব আপনার পরাশরের বচনটী নিয়োগপর প্রতিপন্ন করিতে যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র, তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই। কেবল কতকগুলি অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি লোকের সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ' পুস্তক ২০ বৎসরের অধিক কাল হইল প্রচারিত হইয়াছে; আপনিও ১৫।১৬ বৎসরের অধিক কাল হইল স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। এত কাল কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া এক্ষণে হঠাৎ আপনার এরূপ খড়্গহস্ত হইবার কারণ কি বুঝিলাম না। যদি 'ব্রজবিলাসে'র প্রদর্শিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ উদ্ধারার্থ আপনি এ উদ্যম করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল কেবল সেই বিষয়টী লইয়াই থাকা, অন্য হালাৎ পালাৎ বকিয়া "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" গোচ নিয়োগধর্ম্ম প্রচার করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। উহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত ভুল, কেন না, বিদ্যারত্ন মহাশয় পরাশরবচনটী বাগ্দত্তাবিষয় বলেন; আর আপনি ঐ বচনটী নিয়োগপর বলিলেন। বাগ্দান ও নিয়োগের যে ব্রাহ্মণ শূদ্র তফাত তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই।

ব্রজবিলাসে "ভাইপোস্য" কৃত প্রশ্ন কয়েকটীর যে আপনি উত্তর দিয়াছেন তাহাও ভাল সঙ্গত হইতেছে না। আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর স্থলে (৮৯ পৃষ্ঠাতে) লিখিয়াছেন "অন্যজাতীয় পাত্রে বিবাহিতা কন্যাকে অন্য পাত্রে বিবাহ দিবার বিধি থাকিলে অন্যজাতীয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃন্যায় ভরণ পোষণ করিবে ইহা বলিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে না।" কেন থাকে না তাহা আমরা বুঝিলাম না। এক বচনে বিধান করিতেছে যে যদি অন্যজাতীয় পাত্রে

কন্যা অর্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পিতার কর্ত্তব্য অপর পাত্রে বিবাহ দেওয়া; অপর বচনে বলিতেছে যে পাত্র অন্যজাতীয় হইলে তাহার কর্ত্তব্য বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করা। এক বচনে পিতার, ও আর এক বচনে পাত্রের কর্ত্তব্য বিধান করিল তাহাতে দোষ কি হইল? পিতা আপনার কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইয়া যদি কন্যার আর বিবাহ না দেন বা কন্যা আর বিবাহ না করে তবে পাত্রকে ঐ বিবাহিতা কন্যাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, এই উভয় বচনের মর্ম্ম ত আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয়।

অপর প্রশ্নে "ভাইপোস্থ" দেখাইয়াছেন যে অর্জ্জুন নাগরাজের কন্যাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। আপনি (৯২ পৃষ্ঠায়) উত্তর দিয়াছেন যে বিবাহ নহে, নিয়োগ, যে হেতু শেষে লেখা আছে "এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে হর্জ্জুনাত্মজঃ।" এই অংশে পরক্ষেত্রে শব্দের উল্লেখ আছে। আচ্ছা স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটী "পরক্ষেত্রে" শব্দ দেখিয়াই কি আপনি অন্যান্য শব্দের প্রতি *দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে এককালে ভুলিলেন? এ ত মীমাংসকের উচিত নহে;* দেখুন দেখি "ঐরাবতেন সা দত্তা", "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ" "অর্জ্জুনস্য আত্মজঃ" "অর্জ্জুনাত্মজঃ" এই সকল সন্দর্ভ গুলি বিবাহপ্রতিপাদক আছে কি না? একটী 'পরক্ষেত্রে' শব্দের বলে বিবাহপ্রতিপাদক স্পষ্ট সন্দর্ভগুলি ত্যাগ করা যায় কি না? আপনিই একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি মীমাংসা দর্শনে আছে কি না যে "শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী" তবে "ঐরাবতেন সা দত্তা" "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ" এই দুইটী শ্রুতির বিরুদ্ধে 'পরক্ষেত্র' শব্দবোধ্য লিঙ্গকে কিরূপে বলবান করিলেন? "এবমেষ সমুৎপন্নোঽপরক্ষেত্রেহর্জ্জুনাত্মজঃ" এইরূপ পাঠ হইলেও ত হইতে পারে। যদি আপনার লিখিত পাঠই প্রকৃত হয় তথাপি এরূপ অর্থ ত অনায়াসে হইতে পারে, এবং এরূপ অর্থাৎ নাগরাজের বিধবা কন্যার রীতিমত ভার্য্যার্থ দান প্রতিগ্রহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে পরক্ষেত্রে ত (এক্ষণে এইরূপে স্বক্ষেত্র হওয়ায়) ইরাবান্ ইন্দ্রের আত্মজ রূপে সমুৎপন্ন হইলেন। আপনি স্মার্ত্তপ্রধান, আপনাকে স্মৃতির একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। নাগরাজের সহিত অর্জ্জুনের কি সম্পর্ক যে নাগরাজ অর্জ্জুনকে নিজ কন্যার নিয়োগে নিযুক্ত করিলেন? যাকে তাকে নিয়োগে নিযুক্ত করা যায় না কি? (দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভিন্ন স্থলে) নিয়োগোৎপাদিত পুত্র ত ক্ষেত্রীরই পুত্র হইয়া থাকে আমরা জানি, তবে ইরাবাণ অর্জ্জুনের পুত্র হইল কেন? এ সকল কি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই?

দ্বিতীয় প্রশ্নে "ভাইপোস্ত" লিখিয়াছেন দান ও গ্রহণ ঘটিত বিবাহের লক্ষণ হইতে পারে না যেহেতু গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে দান ও গ্রহণের কোন সম্পর্কই নাই। এতদুত্তরে আপনি বলিয়াছেন (৯৫ পৃষ্ঠা) না সকল বিবাহে দান ও গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। এই জন্য নারদের বচন তুলিয়া খুব ধুমধাম করিয়াছেন। কিন্তু আপনার একবার ভাবা উচিত ছিল যে যাহাদের গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ঐ ঐ বিবাহে দান পরিগ্রহ হইয়াছিল কি না? শকুন্তলাকে কে কবে দান করিয়াছিল? রুক্মিণীকে কে কবে দান করিয়াছিল? কন্যার কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যার হরণের নাম রাক্ষস বিবাহ; ছলপূর্ব্বক কন্যাহরণের নাম পৈশাচ বিবাহ। এই দুই বিবাহে কি কন্যাকর্ত্তার সহিত বরের দেখা শুনার সম্ভব আছে যে তিনি দান করিবেন। তবে যদি "বাবা গঙ্গা বল না, কাজে কাজেই" গোচ কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া মনে মনে অমনি দান করিয়া বসে সে স্বতন্ত্র কথা। এই জন্যই বলিয়া থাকে যে পণ্ডিতগণ বিষয়মূর্খ।

তৃতীয় প্রশ্নে "ভাইপোস্ত" বলিয়াছেন পরাশরের বচনটী বাগ্দত্তাবিষয়ক হইলে তৎসমানার্থক নারদবচনের সহিত বিবাদ হয়। তদুত্তরে (৯৭ পৃষ্ঠায়) আপনি বলিয়াছেন নারদবচন নিয়োগধর্ম্মবিধায়ক বলিতে হইবে। আচ্ছা যেন তাহাই বলিলাম তাহা হইলেও ত পরাশরবচন বাগ্দানবিষয়ক হইলে বিরোধ সেইরূপই রহিল সিদ্ধান্ত কই হইল? এজন্য যদি পরাশরবচন বাগ্দানবিষয়ক নয় বলেন তাহা হইলেও ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরাজয় হইল, "ভাইপোস্তোর"ই জয় হইল, এটী কি এক বার ও ভাবেন নাই?

চতুর্থ প্রশ্নে "ভাইপোস্ত" আপত্তি করিয়াছেন যে যখন বিদেশগমন প্রভৃতি পাঁচটী স্থল মাত্র ধরিয়া পরাশর বাগ্দত্তা কন্যাপক্ষে বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন তদ্ভিন্ন স্থলে কিরূপে বাগ্দত্তার বিবাহ হইতে পারে? এ আপত্তি খণ্ডনার্থে আপনি ভট্টোজী দীক্ষিতের আশ্রয় লইয়া বলিয়াছেন (১০০ পৃষ্ঠা) "ক্লীবে চ" এই "চ" কার দ্বারা অন্তজাতীয় প্রভৃতি পরিগৃহীত হইবে। স্মৃতিরত্নমহাশয়, গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় ভট্টোজী দীক্ষিত বলিয়াছেন ত আপনিও ঐ কথা বলিয়া বসিলেন; কিন্তু ওটী সঙ্গত কি না তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল; চকারে অন্যান্য কতকগুলির সমুচ্চয় করিলে "পঞ্চস্থ আপৎসু" এই "পঞ্চসু" শব্দটী কি রূপে সঙ্গত হইবে? আপনি এই

দোষটী উদ্ধার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দায়ভাগের "ষট্‌সংখ্যা ন বিবক্ষিতা"র সহিত এ স্থলে "পঞ্চস্বু" শব্দের যে অনেক প্রভেদ আছে তাহা প্রণিধান করেন নাই। জীমূতবাহন ষড়্‌বিধ পরিচয় দিবার স্থলে "দত্তঞ্চ" এই চকার দ্বারা অন্যান্যবিধ স্ত্রীধনের সমুচ্চয় করেন নাই, যেহেতু তাহা করিতে গেলে "ষড়্‌বিধ" শব্দটী অসঙ্গত হইয়া যাইবে। এই মাত্র বলিয়াছেন যে যখন অন্যান্য বচনে আরও অনেক প্রকার স্ত্রীধন আছে লিখিত আছে তখন "ষড়বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং" এই বাক্য দ্বারা অধ্যগ্ন্যাদিধনে স্ত্রীধনত্ব মাত্রের বিধান, স্ত্রীধনে ষড়্‌বিধত্বের বিধান নহে, ষড়্‌বিধত্ব অবিবক্ষিত। পরাশরবচনের "পঞ্চস্বু"র পরিচয় স্থলে আপনি চকার দ্বারা পাঁচের অধিক বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সুতরাং তাহা কোনও মতেই হইতে পারে না। অতএব আমরা অবশ্যই বলিব যে আপনার ভট্টোজী দীক্ষিতের আশ্রয় লওয়া বৃথা হইয়াছে। জীমূতবাহনের অভিপ্রায় সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারেন নাই।

পঞ্চম প্রশ্নে "ভাইপোস্য" বলিয়াছেন যে বিদ্যারত্ন মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কাশ্যপবচনে যে সকল স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই সকল স্ত্রীর উক্ত পঞ্চবিধ আপদে পরাশর বিবাহের বিধান দিয়াছেন। এই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে প্রকারান্তরে বিদ্যারত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে হেতু কাশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তার ন্যায় রীতিমত বিবাহিতারও উল্লেখ আছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া এই যে একটী অসঙ্গত কথা বলিয়া বসিয়াছিলেন তজ্জন্যই "ভাইপোস্য" তাঁহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্ববচোব্যাঘাত উদ্ধার করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন (১০৭পৃষ্ঠা) তাহাও বিফল হইয়াছে ঃ—কাশ্যপবচনে সাতটী কন্যার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে চারি পাঁচটী যদি বাদ দেওয়া হয় তবে কাশ্যপবচনোক্ত নিষেধের প্রতি-প্রসব এই কথাটী কতদূব সঙ্গত হয় বলুন দেখি। তদপেক্ষা অমনি বলিলেই ত হইত যে পরাশরবচন বাগ্‌দত্তার বিবাহবিধায়ক ; তাহাতে আর কোনও কথাই থাকিত না। "ভাইপোস্য" তামাসা করিয়া যাহাই বলুন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যে বিধবাবিবাহ অনভিমত তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু তিনি যেরূপ অসাবধান হইয়া পরাশরবচনের বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় বলা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তর

আপনি কি দিবেন? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উক্তি পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া আপনি, তাহার টীকা করিতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু "বাদী ভদ্রং ন পশ্যতি'' 'ভাইপোস্য' তাহা শুনিবেন কেন? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাক্য ত বেদ নহে; বা বিদ্যারত্ন মহাশয়ও ত মনু নহেন, যে তাঁহার অসামাল পরিষ্কার করিতে ধ্যায়েৎ কি না 'ষাঁড়টা' গোচ যা ইচ্ছা তাই তাঁহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে।

আপনার অনুরোধে (১০৮ পৃষ্ঠা) বাধ্য হইয়া আমরা বলিতেছি স্মৃতিরত্ন মহাশয়, নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিয়াছি আপনার, পাঁচটী প্রশ্নেরই উত্তর হয় নাই।

আমি ক্রমশঃ অধিক দূর আসিয়া পড়িলাম; একটা কথা বলিয়াই এই স্থানে নিবৃত্ত হই, আপনি পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়া ভাল করেন নাই; দেশীয় পণ্ডিতদিগকে পুনবায় "ভাইপোস্য" দ্বারা অপদস্থ হইতে হইবে। "ভাইপোস্য"র দ্বিগুণ অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে এজন্য বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। ইতি

আপনার আত্মীয়

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, বিল্বপুষ্করিণীনিবাসী প্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই তিন মহামহোপাধ্যায় মহাপুরুষ, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আংশিক সমালোচিত হইল। এই আংশিক সমালোচনা দ্বারা, স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, উল্লিখিত অধ্যাপকমহোদয়-ত্রয় স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইঁহারা, কোন সাহসে বা কোন বিবেচনায়, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রতীতিগোচর হওয়া সহজ নহে।

বোধ হয়, স্মৃতিরত্ন মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, "আমি ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; বাল্যকাল অবধি, সাতিশয় যত্ন ও নিরতিশয় পরিশ্রম সহকারে, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলন করিয়াছি; মুলাজোড় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি; তৎপরে, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং, আমি অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত। স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে, আমি যাহা বলিব অথবা লিখিব, সে বিষয়ে সন্দেহ বা আপত্তি করে, কাহার সাধ্য। তাহার

উপর আবার, এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব্ব-প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, এবং বিল্ব-পুষ্করিণীনিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই দুই দিগ্বিজয়ী ভূবৃহস্পতি, সবিশেষ যত্ন সহকারে, মদীয় প্রতিবাদগ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন ও সংশোধন করিয়াছেন; ইহা অবগত হইলে, সকলে চমকিয়া উঠিবেক, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া, আমার মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেক"।

কিন্তু, ইদানীং অনেকেই অবগত হইয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় ও ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই উভয় ভূবৃহস্পতি স্মৃতি-শাস্ত্র বিষয়ে বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ন্যায়শাস্ত্রের নাম তর্কশাস্ত্র, 'যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ' তর্কব্যতীত স্মৃতির এবং অন্য কোন শাস্ত্রের মীমাংসা কখনই হইতে পারে না; এ কারণ নৈয়ায়িকগণ চিরকালই প্রধান (১)।" বিদ্যারত্ন মহাশয় ও ন্যায়রত্ন মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসায় কত দূর নিপুণ, যশোহর ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তৎপরে, তাঁহারা, স্মৃতিরত্নমহাশয়প্রণীত বিধবাবিবাহপ্রতিপাদ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন দ্বারা, স্ব স্ব স্মৃতিবিদ্যার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিচয়প্রদান করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসাশক্তি দূরে থাকুক, ইঁহাদের সামান্যরূপ বোধশক্তি বা সামান্যরূপ বিবেকশক্তি আছে, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট।

এস্থলে, ইহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন প্রবল, ধর্ম্মজ্ঞান তদপেক্ষা,

(১) বিধবাবিবাহপ্রতিপাদ, ৫ পৃষ্ঠা।

অনেক অংশে, অধিক প্রবল। ইঁহারা ধর্ম্মের জন্য, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। তবে, অর্থের প্রলোভন প্রদর্শিত হইলে, নিতান্ত অসামাল হইয়া পড়ে, এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু, নিবিষ্ট চিত্তে বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অর্থপ্রলোভনস্থলে, অধ্যাপকমহোদয়-দিগকে, কোনও অংশে, দোষী বলিতে পারা যায় না; কারণ, শাস্ত্রকারেরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন,

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।

মানুষ পয়সার গোলাম।

বিষয়ী লোকে, শাস্ত্রকারদিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে না চলিলে, তাঁহাদিগকে সবিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না; কারণ, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে বর্জিত। কিন্তু, যাঁহারা সমস্ত জীবনকাল কেবল শাস্ত্রানুশীলনে অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য অমান্য করিলে, শাস্ত্রকার-দিগের অবমাননা করা হয়; নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, তাঁহারা ঐ অমূল্য সিদ্ধান্তবাক্যের অনুসরণে, সর্ব্বান্তঃকরণে, যত্নবান্ হইয়া থাকেন। তদ্রূপ যত্নবান্ না হইলে, তাঁহা-দিগকে ধর্ম্মদ্বারে পতিত হইতে হয়, এবং তাঁহারা যাবজ্জীবন যে শাস্ত্রানুশীলন করেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে বিফল হয়।

নবদ্বীপ জিলার অন্তঃপাতী বড় মুড়াগাছা গ্রামে, বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী এক প্রসিদ্ধ গোপপরিবার আছেন। এই গোপপরিবারের প্রধান শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ, গত মাঘমাসে, মহাসমারোহে, স্বীয় পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্ন-চন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পুণ্যশীল

অধ্যাপক মহোদয়েরা, অর্থপ্রলোভনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং বিদায়গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়াসম্পাদন দ্বারা, গোপকুলের উদ্ধার করিয়াছেন। যাঁহাদের বিশিষ্টরূপ বুদ্ধি ও উচিতানুচিতবিবেচনাশক্তি আছে, তাঁহারা শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মাননীয়, উদারচরিত অধ্যাপক মহোদয়দিগের ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব সদাশয়তা, অমায়িকতা, দয়াশীলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি প্রশংসনীয় সদ্‌গুণপরম্পরার অসংশয়িত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এবং অধ্যাপক মহোদয়দিগকে, মুক্ত কণ্ঠে, অবিশ্রান্ত সাধুবাদপ্রদান করিতেছেন। কিন্তু, যাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, তাঁহারা এ বিষয়ে সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন ও উন্নতচিত্ত অধ্যাপক মহোদয়দিগের নিরতিশয় দোষকীর্ত্তন করিতেছেন।

কেহ কেহ কহিতেছেন, না পড়িয়া, না শুনিয়া, স্মৃতিপ্রভৃতিসর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, সুতরাং অলৌকিকক্ষমতাশালী, শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহোদয়েরা, অর্থপ্রলোভনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, গোপভবনে পাদার্পণ পূর্ব্বক, শ্রাদ্ধসভায় অধিষ্ঠান ও প্রতিগ্রহাদি অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে, কোনও অংশে, দোষ দিতে পারা যায় না। নৈয়ায়িক মহোদয়েরা, অলৌকিকবুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে, শাস্ত্রপারাবার ও সদাচারমহোদধির মন্থন করিয়া,

অস্মাকীনাং নৈয়াকুনামর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।
আমরা নৈয়ায়িক, অর্থ পাইলেই চরিতার্থ হই, শব্দ অর্থাৎ লোকনিন্দার ভয় রাখি না।

এই অমৃতময় সারোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা অবগত হইয়াও, যাঁহারা তাঁহাদের দোষকীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের ইহ-কালও নাই, পরকালও নাই। তবে, এ স্থলে, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, স্মার্ত্ত প্রভৃতি যে সকল অধ্যাপক-চূড়ামণি, শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পুণ্যশীল, উন্নতচিত্ত নৈয়ায়িক মহোদয়-দিগের আদেশ ও উপদেশের বশীভূত হইয়া, তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ দোষী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা নৈয়ায়িক নহেন; নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের হিতার্থেই, পূর্ব্বোক্ত অমৃতময়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে, তন্মধ্যে যাঁহারা, ন্যায়শাস্ত্রেরও থোড়া বহুত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, দাবী করিবেন, এবং সেই দাবী, অসংশয়িত প্রমাণপরম্পরা দ্বারা, প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে।

এই সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় চিরস্মরণীয় বিষয়ে, যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিবেচনা, তিনি তদনুরূপ ফয়তা দিতেছেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যে ফয়তা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও, আবশ্যক বোধে, উদ্ধৃত হইতেছে।

"নদীয়া—মুড়াগাছা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছা নামক গ্রামে তিনকড়ি ঘোষের জীবনের সহিত যে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতাভিমান গ্রথিত ছিল,

তাহা জানিতাম না। ১৬ই মাঘ তিনকড়ি ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধে উঁহাদিগের জগদ্ব্যাপী অভিমান প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা পণে বিক্রীত হইয়া উক্ত ঘোষকে স্বর্গস্থ করিয়াছে।

যে যে পণ্ডিতগণ গোপবাটী উপস্থিত ছিলেন।

নবদ্বীপ।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, মথুরানাথ পদরত্ন, লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, রাজকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন, অধিনাত্র তর্করত্ন, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মথুর তর্কবাগীশ, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, অজিত ন্যায়রত্ন, নৃসিংহপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, নীলমণি সার্ব্বভৌম, মধুসূদন তর্কালঙ্কার, উমাচরণ ন্যায়রত্ন, কাশীনাথ শাস্ত্রী, নৃসিংহ ভট্টাচার্য্য, ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপাল গোস্বামী, মোহন তর্করত্ন, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন।

এতদ্ব্যতীত বিল্বপুষ্করিণী, পূর্ব্বস্থলী, সমুদ্রগড়, রাণাঘাট, শান্তিপুর, উলা, রঘুনাথপুর, ভাজনঘাট, গুপ্তিপাড়া, মাজদে, আঁসমালি, ঘুর্ণি, শিবনিবাস, কালনা, ইছাপুর প্রভৃতি যাবতীয় গ্রামের পণ্ডিতসন্তান গোপবাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন দানাদি লইয়াছিলেন। (২)"

"নদীয়া—বগুলা রেলষ্টেসন।

'হিন্দু ধর্ম্মের বুঝি লয় হয়?

নদীয়া বড়মুড়াগাছা গ্রামটী বগুলা ষ্টেসন হইতে এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিম। ঐ গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন পল্লব গোপ তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক অর্থব্যয় করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

বহুসংখ্যক কাঙ্গালী বিদায়, হাঁস খালির খেয়াঘাট ফ্রি, হাঁসখালি বগুলা মধ্যবর্ত্তী স্থানের ভাড়াটীয়া ঘোড়গাড়ী ফ্রি, বগুলা ষ্টেসন

(২) ১২৯২ সাল, ২৬শে মাঘের সাধারণী পত্রিকার ২৭৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

হইতে প্রাতে ৭৷০ স সাতটার সময় যে গাড়ী কলিকাতায় যায়, ঐ গাড়ী ষ্টেসনের যাত্রীদের ফ্রি দেওয়া হইয়াছিল এবং বিল্বপুষ্করিণী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনাহূত বহুসংখ্যক নাগা, সন্ন্যাসী, ভাট প্রভৃতি সকলেই আশানুরূপ অর্থ ও খাদ্য পাইয়াছে।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে অধ্যাপক মহাশয়েরা এরূপ অর্থ-লোলুপ হইলে তাঁহাদের প্রতি সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিতে পারে কি না? আমার বোধ হয়, অর্থ পাইলে গোপকুল উদ্ধার কেন, তাঁহারা সকল কুলই উদ্ধার করিতে পারেন। পয়সার কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! ন্যায়রত্ন, পদরত্ন, বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণকে ভ্রষ্টাচার ও লঘুচেতা দেখিলে কোন হিন্দুর প্রাণে আঘাত না লাগে? ইহাঁরাই আবার ধর্ম্মরক্ষক ও শাসক; ধিক্ তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞানে, আর ধর্ম্মযাজনে!

হিন্দুধর্ম্মের যদি লোপ না হইয়া থাকে, আর অধ্যাপকগণ যদি প্রকৃতই অকর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে সকল হিন্দুর একত্র হইয়া এ কদাচারের প্রতীকার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দেশীয় জমিদারগণ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া কলাপে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উচিত এরূপ অধ্যাপকগণের পত্র বন্ধ করা।

উপসংহারে বক্তব্য উলানিবাসী রামেশ্বর চূড়ামণি নামক খ্যাত্যা-পন্ন বিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়কে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আরও শুনিলাম, উপরোক্ত মহো-দয়গণ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই, পরে কি জানি কি কারণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এমন কি যাঁহারা অজ্ঞাত, তাঁহারাও দাস ঘোষ বলিয়া পত্রি-কায় নাম থাকা সত্ত্বে কায়স্থ ভ্রমে সভায় উপস্থিত হইয়া গোপ উদ্ধার জানিয়া সভাস্থ হইতে অস্বীকার হইলে, উল্লিখিত প্রধান মহোদয়-গণের যত্নে ও প্রচুর অর্থের মোহিনী শক্তিতে অবলীলাক্রমে সভাকার্য্য

সম্পন্ন করিয়া আশাতীত অর্থ গ্রহণে হৃষ্টমনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সভার মাঝে প্রধান মহাশয় নাকি দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া বক্তৃতা করেন যে, "ভগবান দ্বাপর শেষে কৃষ্ণ অবতারে গোপকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদ্রূপ আমিও আজ সেই গোপকুল পুনরুদ্ধার করিলাম" যে সময়ে এই সব অবতার, সে কালে প্রবল ঝটিকা. ভয়ানক জলপ্লাবন, অস্বাভাবিক উল্কাবর্ষণ, নিরন্তর ভূমিকম্পন, মুহুর্মুহু দুর্ভিক্ষ, ও দুর্ব্বিষহ সর্ব্বত্রব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ নষ্ট হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি! ধন্য মহাত্মাগণ আপনারাই কলির দূত জানিলাম।

শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"(৩)

সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা বিষয়ী লোক, সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানে বর্জিত। তাঁহারা, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, কখনই, নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায়, ধর্ম্মধ্বজ অধ্যাপক মহোদয়দিগের পবিত্র চরিত্রে, এরূপ দোষারোপ করিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। ভগবান্ দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়বয়স্য তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ঐ উপদেশে দৃষ্টিসন্নিবেশ করিলে, তাঁহাদের চৈতন্য হইবেক। যথা,

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৪।৩৭॥(৪)

হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

সম্পাদক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাঁহারা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, বাল্যকাল অবধি, কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা, মহামূল্য জীবনকাল অতিবাহিত

(৩) ১২৯২ সাল, ৫ই ফাল্গুনের দৈনিক পত্রিকার ৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।
(৪) ভগবদ্গীতা।

করিতেছেন, তাঁহারা, কোনও কারণে, অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে পারেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। সুতরাং, শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পুণ্যশীল অধ্যাপক মহোদয়েরা, গোপগৃহে, যে প্রতিগ্রহ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা কখনই অধর্ম্মকর বলিয়া উল্লিখিত ও পরিগণিত হইতে পারে না। ঐ সকল কর্ম্ম অধর্ম্মজনক হইলে, তদীয় পবিত্র অন্তঃকরণে, কখনই, তদ্বিষয়িণী প্রবৃত্তির উদয় হইত না। আর, সম্পাদক মহাশয়েরা যদি নিতান্তই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, যে ঐ সকল কর্ম্ম অবশ্যই অধর্ম্মজনক; তাহা হইলেও, কোনও ক্ষতি লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম, অনুষ্ঠিত হইবা মাত্র, ভগবদ্বাক্য অনুসারে, অধ্যাপক মহোদয়দিগের প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা, ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, ভস্মীভূত কর্ম্ম দ্বারা, তাঁহাদের অধর্ম্মগ্রস্ত হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব, সম্পাদক মহাশয়দিগকে সতর্ক করিতেছি, অতঃপর তাঁহারা যেন এ বিষয়ে আর সংশয় না করেন। যদি ইহাতেও তাঁহাদের সংশয়নিবৃত্তি না হয়, পরিণামে তাঁহাদের বিপদের সীমা থাকিবেক না। শাস্ত্রকারেরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন,

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪। ৪০ ॥ (৫)

সংশয়কারী উচ্ছিন্ন হয়।
সংশয়কারীর ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ নাই ॥

(৫) ভগবদ্‌গীতা।

কিঞ্চ, পুণ্যশীল, নির্ম্মলচরিত, বিশুদ্ধহৃদয় অধ্যাপক মহোদয়দিগের বিদ্বেষকগণ সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নহেন, এজন্যই, প্রতিগ্রহদোষের আরোপ করিয়া, তাঁহাদের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন,

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ॥ ১। ১০০ ॥
পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণের স্বত্বাস্পদীভূত।

এই মানবীয় ব্যবস্থা দ্বারা, নিঃসংশয়ে, প্রতিপন্ন হইতেছে, এই পৃথিবীতে যে সকল বস্তু আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণজাতির সম্পত্তি। সুতরাং, টাঁকশাল, তেরেজরি, বাঙ্গালবেঙ্ক, রাজার বাড়ী, জমীদারের বাড়ী, তালুকদারের বাড়ী, ব্যবসাদারের বাড়ী প্রভৃতি যে কোনও স্থানে যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণের। এমন স্থলে, কি গোপ, কি কৈবর্ত্ত, কি কলু, কি সেকরা, কি হাড়ি, কি বাগদি, কি মুচি, কি চণ্ডাল, কাহারও বাটীতে গিয়া, ইচ্ছামত অর্থ আনিলে, ব্রাহ্মণকে, বিশেষতঃ ধর্ম্মধ্বজ অধ্যাপক মহোদয়দিগকে, পরকীয় অর্থের গ্রহণ জন্য, দোষভাগী হইতে হইবেক কেন। গোপপ্রভৃতির আলয়ে যে অর্থ আছে, সে অর্থ ব্রাহ্মণের স্বত্বাস্পদীভূত। সুতরাং, ব্রাহ্মণজাতি, বিশেষতঃ পুণ্যশীল অধ্যাপক মহাপুরুষেরা, গোপ প্রভৃতির ভবন হইতে, নিজের স্বত্বাস্পদীভূত অর্থ আনিলে, তাঁহাদিগকে, কোনও অংশে, দোষী হইতে হইবেক, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। মনে কর, এক ব্রাহ্মণ, কোনও চণ্ডালের নিকট, টাকা জমা রাখিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণ, ঐ চণ্ডালের বাটীতে গিয়া, ঐ

জমারাখা টাকা আনিলে, কি, কোনও অংশে, কোনও দোষে দূষিত হইবেন। শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মহাপুরুষেরা নিতান্ত কাঁচা ছেলে নহেন; বহু কাল আলোচনা করিয়া, সমস্ত শাস্ত্রের হেস্ত নেস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা, দল বল সমভি-ব্যাহারে, বড় মুড়াগাছার গোপভবনে অধিষ্ঠান করিয়া, ইচ্ছানুরূপ টাকা আনিয়াছেন, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তৃপ্তিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য, তদীয় পবিত্র কলেবরে, কোনও অংশে, দোষস্পর্শ হইতে পারে, আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ও সূক্ষ্ম বিচারে, এরূপ প্রতীতি হয় না। যদি, এজন্য, তাঁহাদিগকে দোষভাগী হইতে হয়, তাহা হইলে, মনুসংহিতাখানি, ক্ষণবিলম্ব ব্যতি-রেকে, জলে ফেলিয়া দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে, উচিত ও আবশ্যক।

যদি কেহ বলেন, মনুসংহিতা ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রণীত, এবং এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র; তুমি সেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রকে জলে ফেলিয়া দিতে বল, ইহা অল্প আস্পর্দ্ধার কথা নহে। সে বিষয়ে সবিনয়ে নিবেদন এই, আমি যে ঐরূপ বলিয়াছি, উহা আমার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অথবা নিজবুদ্ধিনির্ম্মিত নির্দ্দেশ নহে। শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নপ্রভৃতিসদৃশ প্রামাণিক নৈয়ায়িকচতুষ্টয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি; সুতরাং, সে জন্য আমি, কোনও অংশে, অপরাধী হইতে পারি না। কারণ,

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ॥ ৩। ২১ ॥ (৬)

সামান্য লোকে, সর্ব্ব বিষয়ে, শ্রেষ্ঠ লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াই, চলিয়া থাকে।

ঐ নৈয়ায়িকচতুষ্টয়, যে উপলক্ষে, আমাদের পক্ষে, দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

কোনও গ্রামে, এক বিদ্যাবাগীশপরিবার ছিলেন। বিদ্যাবাগীশেরা চারি সহোদর। চারি সহোদরই বিদ্‌কুটে নৈয়ায়িক। জ্যেষ্ঠের স্বগ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল; মধ্যম, তৃতীয়, ও কনিষ্ঠ, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী গ্রামত্রয়ে, অধ্যাপনা করিতেন। তদীয় বাসগ্রামের সন্নিকটে, একটি ফৌজদারী আদালত ছিল। আদালতের সেরেস্তাদার ঐ গ্রামে বাসা করিয়া থাকিতেন, এবং বিদ্যাবাগীশদের বাটীর সম্মুখে যে গ্রাম্য রাস্তা ছিল, প্রায় প্রত্যহ, ঐ রাস্তা দিয়া, আদালতে যাতায়াত করিতেন।

এক দিন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে সেরেস্তাদার, আদালতের উপযোগী বেশে, কর্ম্মস্থানে যাইতেছেন। ঈদৃশবেশধারী পুরুষ, ইতঃপূর্ব্বে, কখনও, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশের নয়নগোচর হয় নাই; সুতরাং, তদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সেই দিন, অপরাহ্নেও, বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে, সেরেস্তাদার, আদালত হইতে, বাসায় প্রতিগমন করিতেছেন।

এইরূপে, ক্রমাগত তিন দিন, সেরেস্তাদারকে, তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া, যাতায়াত করিতে দেখিয়া, বিদ্যাবাগীশের

(৬) ভগবদ্গীতা।

মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, অঙ্গবস্ত্র অঙ্গে, উষ্ণীষ মস্তকে, চর্ম্মপাদুকা চরণে, ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির, অস্মস্তবনের সম্মুখ দিয়া, প্রত্যহ গতাগত, ইহার অভিষন্ধি কি। নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশদিগের উদর তর্কশক্তিতে পরিপূর্ণ; তর্কশক্তিবলে, বিদ্যাবাগীশ সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈদৃশ মনোহর বেশে, প্রত্যহ গতাগত করিবার অভিষন্ধি **লাম্পট্য।** তৎপরে, এই লাম্পট্যের স্থল কোথায়, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, অপ্রতিহত তর্কশক্তিপ্রভাবে, অস্মস্তবনই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের স্থল, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। পরিশেষে, কোন ব্যক্তি ইহার লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বিদ্যাবাগীশ এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠা বধূ বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশবেশ-ভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না; মধ্যমা তথৈব চ, তিনিও লক্ষ্য নহেন; তৃতীয়া রূপলাবণ্য-শালিনী বটে, কিন্তু দুটি কন্যা ও একটি পুত্র প্রসব করিয়া, গলিতযৌবনা হইয়াছেন; সুতরাং, তিনিও ঈদৃশ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না; অবশেষে, কনিষ্ঠা পূর্ণযৌবনা ও বিলক্ষণ রূপলাবণ্যশালিনী; অতএব, তিনিই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় সহোদরদিগকে, এখানে ঘোর বিপদ উপস্থিত, তোমরা পত্র পাঠ বাটীতে আসিবে, কোনও মতে অন্যথাচরণ করিবে না, এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বাটীতে উপস্থিত হইলে, চারি জনে কমিটি করিতে বসিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত

ও স্বকৃত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুজদিগের গোচর করিলেন। অনুজেরা জ্যেষ্ঠকৃত সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি, বল। কনিষ্ঠ, কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া, রোষরক্ত নয়নে, উদ্ধত বচনে কহিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য **প্রহার**। জ্যেষ্ঠেরা, তথাস্তু বলিয়া, তদীয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুমোদন করিলেন।

পর দিন, চারি সহোদর, বদ্ধপরিকর হইয়া, সেরেস্তাদারের আগমনপ্রতীক্ষায়, যষ্টি হস্তে, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি যথাকালে উপস্থিত হইবামাত্র, আঃ! দুরাত্মন্, তোমার যদ্রূপ আচরণ, তদুপযুক্ত ফলভোগ কর, এই বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, চারি সহোদরেই, নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে, তাঁহার উপর, অবিশ্রান্ত, যষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ঘটনা ক্রমে, কতকগুলি ভদ্র লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্যাবাগীশদিগকে প্রহারক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, সেরেস্তাদার, নিঃসন্দেহ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

এইরূপে, নিস্তার পাইয়া, সেরেস্তাদার, হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি, বিদ্যাবাগীশদিগকে আদালতে হাজির করিবার নিমিত্ত, দারোগাকে পাঠাইয়া দিলেন। দারোগা বিদ্যাবাগীশদিগকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সেরেস্তাদারকে প্রহার করিলেন কেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, ঐ দুরাত্মা অস্মদ্ভবনে লাম্পট্য করিয়াছে; সে জন্য প্রহার

করিয়াছি। হাকিম শুনিয়া, সন্দিহান হইয়া, সেরেস্তাদারকে বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। সেরেস্তাদার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমি, কস্মিন্ কালেও, উঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করি নাই; গ্রামের যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কিরূপ চরিত্রের লোক, জানিতে পারিবেন। হাকিম উপস্থিত গ্রামস্থ লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র, তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা সেরেস্তাদার মহাশয়কে সবিশেষ জানি, উনি সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ চরিত্রের লোক নহেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা উঁহার উপর ওরূপ দোষারোপ করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি উঁহাদের এ কথায়, কোনও মতে, বিশ্বাস করিবেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া, হাকিম বিদ্যাবাগীশদিগকে বলিলেন, সেরেস্তাদার আপনাদের বাটীতে লাম্পট্য করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করুন; নতুবা, কেবল আপনাদের কথায়, আমি উঁহাকে দোষী স্থির করিতে পারিব না। তখন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, যে অদ্ভুত তর্কপরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হাকিমের গোচর করিলেন। হাকিম শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে কি না; যে প্রমাণ দেখাইলেন, উহা দ্বারা, আপনাদের বাটীতে,

সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহাতেও যদি লাম্পট্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত ; ঐ সকল পুস্তকের আর কোনও প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না ; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, চারি সহোদরে, ক্রোধভরে, কম্পিতকলেবরে, আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন। হাকিম প্রভৃতি আদালতস্থ সমস্ত লোক, উচ্চৈঃ স্বরে, হাস্য করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে, প্রসঙ্গক্রমে, নৈয়ায়িক মহোদয়দিগের অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির আর একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের অধিকার কালে, নবদ্বীপে, কেনারাম ও কেবলরাম নামে, দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কেনারাম, শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্নের ন্যায় স্মার্ত্ত, কনিষ্ঠ কেবলরাম শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের ন্যায় নৈয়ায়িক, ছিলেন। কোনও বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, কেবলরাম, কেনারামের উপর অতিশয় কুপিত হইয়া, কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমার জ্যেষ্ঠ আমার উপর, সর্ব্ব প্রকারে, অত্যাচার করিতেছেন ; আপনি, দয়াপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে আনাইয়া, বিচার করুন ; নতুবা আমায়, নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে হইবেক ; নিতান্ত অসহ্য না হইলে, আমি মহারাজকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না।

কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের প্রার্থনা শ্রবণ ও কাতরতা দর্শন করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, আপনি অদ্য রাজবাটীতে অবস্থিতি করুন; কল্য প্রাতে, আপনকার সঙ্গে, এক পদাতিক পাঠাইব। আপনি আপনকার জ্যেষ্ঠকে দেখাইয়া দিলে, পদাতিক তাঁহাকে লইয়া আসিবেক; ঐ সঙ্গে আপনিও আসিবেন; উভয়ের কথা শুনিয়া, যদি তাঁহার দোষ দেখিতে পাই, সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।

পর দিন প্রাতঃকালে, কেবলরাম, পদাতিক সমভিব্যাহারে, নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ দূর গিয়া, প্রস্রাবের উদ্রেক হওয়াতে, পদাতিক রাস্তার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিল; কেবলরাম সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পদাতিকের উপবেশনস্থানটি প্রস্রাবপাতের স্থান অপেক্ষা নিম্ন; সুতরাং, প্রস্রাব নিম্নাভিমুখে আসাতে, পদাতিকের কাছা ভিজিয়া গেল। তদ্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া, নৈয়ায়িক কেবলরাম কহিলেন, অহে পদাতিক, তুমি, জলের নিম্নগতি, ইহা অবগত নহ; সুতরাং, তুমি মূর্খের শিরোমণি; তোমা দ্বারা আমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে। তুমি কি রূপে পদাতিকের কার্য্য সম্পন্ন কর, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তোমায় লইয়া যাইব না।

এই বলিয়া, সেই পদাতিককে লইয়া, কেবলরাম রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রার্থনা করিলেন, মহারাজ, আমায় অন্য পদাতিক দেন, এ পদাতিকের বুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তি নাই; সুতরাং, ইহা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে; এ অতি

অকর্ম্মণ্য পদাতিক। রাজা, কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের মুখে পদাতিকের প্রস্রাবকরণ প্রভৃতি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, অন্য এক পদাতিককে নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলেন, যদি প্রস্রাব করিতে হয়, এমন স্থানে বসিবে, যেন বিদ্যাবাগীশ দেখিতে না পান। পদাতিক, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া, কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের সহিত প্রস্থান করিল।

কেবলরাম যে সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে কেনারাম স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। কেবলরাম পদাতিককে কহিলেন, "ভোঃ অয়ম্"। পদাতিক বুঝিতে পারিল না। তখন কেবলরাম বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তুমি কেমন পদাতিক হে, শব্দপ্রয়োগ করিলেও ব্যক্তিগ্রহ করিতে পার না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, পদাতিক বুঝিতে পারিল, যিনি আহ্নিক করিতেছেন, তিনিই তাহার আসামী। তখন সে কহিল, মহাশয়, অত ব্যস্ত হইতেছেন কেন; উঁহার আহ্নিক সমাপ্ত হইলে, আমি রাজবাড়ীর হুকুম জারী করিব। এই কথা শুনিয়া, কেবলরাম অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি অতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি; তোমা দ্বারা আমার অভিপ্রেত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ইহা কহিয়া, বিদ্যাবাগীশ, পদাতিক সহিত, পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, মহারাজ, যবন পদাতিক ব্যতিরেকে, আমার কার্য্য সম্পন্ন হইবেক না। রাজা, সবিশেষ অবগত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

পর দিন প্রাতে, যবন পদাতিক লইয়া, কেবলরাম

বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেনারাম স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। পদাতিক আসামী দেখাইয়া দিতে বলিলে, কেবলরাম জ্যেষ্ঠের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিলেন। পদাতিক কেনারামকে বলিল, ও ঠাকুর, নেমে এস, এখনই তোমায় রাজবাড়ী যাইতে হইবেক। কেনারাম, তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া, আহ্নিক করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পদাতিক, কুপিত হইয়া, কহিল, ও অমুকের ভাই, ভাল চাহিস্ তো নেমে আয়। অশ্লীল ভাষায় ভগিনী উচ্চারণ পূর্ব্বক, পদাতিক এই কথা বলাতে, কেনারাম, ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং আহ্নিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি কারণে তিনি, কুপিত হইয়া, পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবলরাম, সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রকৃতিসিদ্ধ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, পদাতিকের উচ্চারিত শব্দ গুলির অন্বয়যোজনা ও অর্থগ্রহ করিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং, অরে দুরাত্মন্, নিরপরাধা ব্রজেশ্বরীর উপর তোমার আক্রমণ, এই বলিয়া, তিনিও পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পদাতিক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অশ্লীলবাক্যবর্ষণ ও তাঁহাদের মুখে থুৎকারক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলে, স্মার্ত্ত, জাতিপাতভয়ে, সরিয়া গেলেন; তদ্দৃষ্টে কনিষ্ঠও প্রহারে বিরত হইলেন। তোদের দুই অমুকের ভাইকে দেখিয়া লইব, এই বলিয়া কটূক্তিবর্ষণ করিতে করিতে,

পদাতিক প্রস্থান করিল। বিদ্যাবাগীশদের বিধবা ভগিনী ব্রজেশ্বরী ঠাকুরদের অন্ন পাক করিতেছিলেন। কেবলরাম তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, ভগিনি, যবনাস্ত হইয়াছ, আপাততঃ স্নান ও বস্ত্রত্যাগ কর; পরে, দাদা যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই, তোমার পাপমোচন হইবেক; এ বলাৎকার, তোমার ইচ্ছাকৃত পাপ নহে, ইত্যাদি।

এক্ষণে, সকলে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্মৃতিরত্ন মহাশয় নৈয়ায়িক মহাপুরুষদিগের অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির যে প্রভূত প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছেন, (৭) তাহা, উপরি দর্শিত দুই মনোহর উপাখ্যান দ্বারা, সম্যক্ সমর্থিত হইতেছে কি না। ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণ।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

---

(৭) বিধবাবিবাহপ্রতিবাদের তৃতীয় পৃষ্ঠা হইতে ষষ্ঠ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,

AT THE SANSKRIT PRESS. NO 62, AMHERST STREET, CALCUTTA, 1886.